রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।
(হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৬০৩৮ আহ্মাদ, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)

آثَارُ الذُّنُوْبِ وَالْمَعَاصِيْ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

গুনাহ্'র অপকারিতা

সংকলনেঃ

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

সম্পাদনায়ঃ

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن
آثار الذنوب والمعاصي./ مستفيض الرحمن عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٣هـ
٦٤ ص؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك : ١ - ١٧ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١- المعاصي والذنوب ٢- الإخلاق الإسلامية أ- العنوان
ديوي ٢١٢,٣ ١٤٣٣/١١٧٣

رقم الإيداع : ١١٧٣ /١٤٣٣
ردمك : ١ - ١٧ -٨٠٦٦- ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م

একটি অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক ২. ছোট শির্ক ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২) ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম ৭. মদপান ও ধূমপান
৮. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ৯. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১০. গুনাহ্'র অপকারিতা ১১. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১২. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা ১৩. সাদাকা-খায়রাত
১৪. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৫. জামাতে নামায পড়া
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান
১৮. সকাল-সন্ধ্যা ও প্রত্যেক নামায শেষে যা বলতে হয়
১৯. গুনাহ্'র চিকিৎসা

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতিও রইলো অসংখ্য সালাম।

আমরা সকলেই তো গুনাহ্গার। গুনাহ্ গুরু-সামান্য যাই হোক না কেন তা আমরা সকলেই কোন না কোন ভাবেই তথা কোন না কোন স্থানেই করে থাকি। এতদ্ সত্ত্বেও আমাদের সকলকেই যে কোন ভাবে তথা যথাসাধ্য গুনাহ্ সমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বিশেষ করে বড়ো বড়ো গুনাহ্গুলো থেকে তো অবশ্যই। আর তখনই আমরা সফলতা পাবো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾ [النساء: ٣١]

অর্থাৎ তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তা হলে আমি তোমাদের সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে। (নিসা' : ৩১)

বহু জাতির ধ্বংস, বহু পরিবারের অধঃপতন, সর্বত্র মত ও পথের দ্বন্দ্ব, অন্তরের কঠিনতা ও বিনাশ, রিযিকের অপবিত্রতা, আল্লাহ্'র রাগ, মানুষের মধ্যকার ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা, জাহান্নাম ও শাস্তির ব্যবস্থা সবই তো গুনাহ্'র কারণেই। তাই আমাদের সকলকেই গুনাহ্ সমূহ থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। গুনাহ্'র সত্যিকার অপকার সমূহ জানতে পারলে হয় তো বা গুনাহ্ সমূহ থেকে বাঁচা আমাদের জন্য অনেকাংশেই সহজ হবে। তাই গুনাহ্'র অপকার সমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের সকলের জন্য একেবারেই অত্যাবশ্যক এবং উক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত

যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ’আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা’আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছিনে। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা’আলা প্রত্যেককে তার আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল ’আলামীন।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এবং পরিশেষে তাঁকে জান্নাত দিয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

মুখবন্ধঃ

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوْذُ بِاللهِ مِـنْ شُرُوْرِ أَنْفُـسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُـضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّـضْلِلِ اللهُ فَـلاَ هَـادِيَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর যা যা ফরয করে দিয়েছেন তা তো অবশ্যই করতে হবে এবং যা যা হারাম করে দিয়েছেন তা তো অবশ্যই ছাড়তে হবে।

আবু সা'লাবাহ্ খুশানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَـاتٍ فَـلاَ تَنْتَهِكُوْهَـا، وَحَـدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কাজ ফরয তথা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যার প্রতি তোমরা কখনোই অবহেলা করবে না এবং আরো কিছু কাজ তিনি হারাম করে দিয়েছেন যা তোমরা কখনোই করতে যাবে না, আরো কিছু সীমা (তা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ্ যাই হোক না কেন) তিনি তোমাদেরকে বাতলিয়ে দিয়েছেন যা তোমরা কখনোই অতিক্রম করতে যাবে না। তেমনিভাবে তিনি কিছু ব্যাপারে চুপ থেকেছেন (তা ইচ্ছে করেই) ভুলে নয়। সুতরাং তোমরা তা খুঁজতে যাবে না। (দারাকুত্বনী/ আর্-রাযা', হাদীস ৪২ ত্বাবারানী/ কাবীর, হাদীস ৫৮৯ বায়হাক্বী, হাদীস ১৯৫০৯)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যা যা হালাল করে দিয়েছেন তা হালাল বলে মনে করতেই হবে এবং যা যা তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা অবশ্যই হারাম মনে করে বর্জন করতে হবে।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلاَ هَـٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে যা যা হালাল করে দিয়েছেন তাই হালাল এবং যা যা হারাম করে দিয়েছেন তাই হারাম। আর যে সম্পর্কে তিনি চুপ থেকেছেন তা মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড় (যা করাও যাবে ছাড়াও যাবে, তা নিয়ে তেমন কোন চিন্তাও করতে হবে না)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সেগুলোকে সেভাবেই গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ভুলে যাওয়ার নন। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থঃ তোমার প্রভু কখনো ভুলে যাওয়ার নন। (হা'কিম ২/৩৭৫)

হারাম কাজগুলোকেও কোর'আনের ভাষায় ""হুদূদ" বলা হয় যা করা তো দূরের কথা বরং তার নিকটবর্তী হওয়াও নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বাতলানো সীমা। অতএব তোমরা সেগুলোর নিকটেও যাবে না।

যারা আল্লাহ্ তা'আলার বাতলানো সীমা অতিক্রম করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾ [النساء: ١٤]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্'র দেয়া সীমা অতিক্রম করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে

নিক্ষেপ করবেন। তম্মধ্যে সে সদা সর্বদা অবস্থান করবে এবং তাতে তার জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। (নিসা' : ১৪)

এ কথা সবারই মনে রাখতে হবে যে, নিষিদ্ধ কাজগুলো একেবারেই বর্জনীয়। তাতে কোন ছাড় নেই। তবে আদেশগুলো যথাসাধ্য পালনীয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করি তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী করতে চেষ্টা করবে। তবে যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে বলি তখন তোমরা তা অবশ্যই বর্জন করবে। (মুসলিম, হাদীস ১৩৩৭)

যারা কবীরা গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ ﴾ [النساء: ٣١]

অর্থাৎ তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থান তথা জান্নাতে। (নিসা' : ৩১)

আর তা এ কারণেই যে, ছোট পাপগুলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামায এবং রামাযানের রোযার মাধ্যমেই ক্ষমা হয়ে যায়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِـمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে অন্য জুমা, এক রামাযান থেকে অন্য রামাযান এগুলোর মধ্যকার সকল ছোট গুনাহ্'র ক্ষমা বা কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায় যখন কবীরা গুনাহ্ থেকে কেউ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়। (মুসলিম, হাদীস ২৩৩)

সুতরাং কবীরা গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং এরই পাশাপাশি হারাম কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য। তবে কবীরা গুনাহ্ ও হারাম সম্পর্কে পূর্বের কোন ধারণা না থাকলে তা থেকে বাঁচা কারোর পক্ষে কখনোই সম্ভবপর হবে না। তাই সর্বপ্রথম সে সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তারপরই আমল। নতুবা আপনি না জেনেই তা করে ফেলবেন ; অথচ সে কাজটি করার আপনার আদৌ ইচ্ছে ছিলো না।

এ কারণেই হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা বলেছিলেনঃ

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُّدْرِكَنِيْ

অর্থাৎ সবাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লাভজনক বস্তু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতো। আর আমি তাঁকে শুধু ক্ষতিকর বস্তু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতাম যাতে আমি না জেনেই সে ক্ষতিকর বস্তুতে লিপ্ত না হই। (বুখারী, হাদীস ৩৬০৬ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৭)

হারাম ও কবীরা গুনাহ্'র বিস্তারিত ধারণার জন্য আমাদেরই রচিত হারাম ও কবীরা গুনাহ্ সংক্রান্ত তিনটি বই অত্যন্ত মনযোগ সহকারে পড়তে পারেন।

গুনাহ্'র কিছু ছুতানাতাঃ

অনেকেই মনে করে থাকেন, গুনাহ্ করতেই থাকবো। আর সকাল-বিকাল "সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী" ১০০ বার বলে দেবো। তখন সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে অথবা এক বার হজ্জ করে ফেলবো তা হলে পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো, আপনি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত ও দয়ার আয়াত এবং এ সংক্রান্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসগুলোই দেখছেন। কোর'আন ও হাদীসে কি আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির কোন উল্লেখ নেই? সুতরাং আপনি তাঁর শাস্তির ভয় না পেয়ে শুধু রহ্মতের আশা করছেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন যে, মানুষ গুনাহ্ করতে বাধ্য। সুতরাং গুনাহ্ করায় মানুষের কোন দোষ নেই। আমরা বলবোঃ মানুষ যদি গুনাহ্ করতেই বাধ্য হয় তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোর'আন ও হাদীসে গুনাহ্'র শাস্তির কথা উল্লেখ করলেনই বা কেন? আল্লাহ্ তা'আলা কি (নাঊযু বিল্লাহ্) এতো বড় যালিম যে, কাউকে কোন কাজ করতে বাধ্য করবেন। আবার তাকে সে জন্য শাস্তিও দিবেন।

আপনি দয়া করে বাস্তবে একটুখানি পরীক্ষা করে দেখবেন কি? আপনার অন্তরে যখন কোন গুনাহ্'র ইচ্ছে জন্মে তখন আপনি উক্ত গুনাহ্ করার জন্য এতটুকুও সামনে অগ্রসর হবেন না। তখন আপনি দেখবেন, কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে কাজটি করিয়ে নেয়।

আপনি কি দেখছেন না যে, দুনিয়াতে এমনও কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা গুনাহ্ না করেও শান্তিতে জীবন যাপন করছেন। সুতরাং আপনি একাই গুনাহ্ করতে বাধ্য হবেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন, গুনাহ্ করলে তো ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, আমল ঈমানের কোন অংশ নয়। সুতরাং গুনাহ্ করতে কি? কারণ, জান্নাত তো একদিন না একদিন মিলবেই। তাদেরকে আমরা বলবোঃ আমল ঈমানের কোন অংশ না হয়ে থাকলে রাসূল ﷺ ঈমানের শাখা সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে আমলের কথা কেনই বা উল্লেখ করলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কোর'আন ও হাদীসে বান্দাহ্'র আমলের কারণেই ঈমান বাড়বে বলে অনেকগুলো প্রমাণ উল্লেখই বা করলেন কেন?

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, আমরা যতই গুনাহ্ করি না কেন আমরা তো পীর-ফকির ও বুযুর্গদেরকে খুবই ভালোবাসি। সুতরাং তাদের ভালোবাসা আমাদেরকে বেড়া পার করিয়ে দিবে এবং তাদের উসিলায় দো'আ করলে কাজ হয়ে যাবে। আমরা বলবোঃ সাহাবাগণ কি রাসূল ﷺ কে ভালোবাসতেন না? সুতরাং তাঁরা কেন এ আশায় গুনাহ্ করতে থাকেননি। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির কোন অভাব ছিলো কি?

কেউ কেউ মনে করে থাকেন, আমার বংশে অনেক আলিম ও বুযুর্গ রয়েছেন। সুতরাং তাঁরা আমাদেরকে সঙ্গে না নিয়ে জান্নাতে যাবেন না। আমরা বলবোঃ রাসূল ﷺ এবং সাহাবাদের সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা এ আশায় কেন গুনাহ্ করতে থাকেননি। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির কোন অভাব ছিলো কি?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলার এমন কি প্রয়োজন রয়েছে যে, আমাকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং তিনি দয়া করেই সে দিন আমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। আমরা বলবোঃ কাউকে জান্নাত দেয়ারও আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে মারাত্মক দোষ করা সত্ত্বেও কাউকে জান্নাত দিবেন কেন?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদের সূরা যুহার ৫ নং আয়াতে বলেছেনঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ততক্ষণ পর্যন্ত দিবেন যতক্ষণ না তিনি রাজি হন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো রাজি হবেন না আমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে জান্নাতে যেতে। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন যালিম ও ফাসিকদেরকে শাস্তি দিতে রাজি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন সে ব্যাপারে রাজি হবেন না? তিনি কি আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত বন্ধু নন? তিনি কি তখন আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দের বিরুদ্ধাচরণ করবেন?

কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আনের সূরা যুমারের ৫৩ নং আয়াতে বলেছেনঃ তিনি সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং গুনাহ্ করতে কি? আল্লাহ্ তা'আলা তো সকল গুনাহ্ ক্ষমাই করে দিবেন। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা কি কুর'আন মাজীদের সূরা নিসা'র ৪৮ নং আয়াতে বলেননি যে, তিনি শির্ক ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ্ ক্ষমা করতেও পারেন ইচ্ছে করলে। সুতরাং সকল প্রকারের গুনাহ্ ক্ষমা করার ব্যাপারটি একান্ত তাওবা ও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইন্ফিত্বারের ৬ নং আয়াতে মানুষকে উযর শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার কারণেই ধোকা খাচ্ছে বা খাবে। সুতরাং আমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তাঁরই শেখানো উক্ত উযরই পেশ করবো। আমরা বলবোঃ আপনার উক্ত ধারণা একেবারেই মূর্খতাবশতঃ। বরং মানুষ ধোকা খাবে বা খাচ্ছে শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও মূর্খতার কারণে; আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার নয়। কারণ, কেউ অত্যন্ত দয়াশীল হলে তাঁর সাথে ভালো ব্যবহারই করা উচিৎ। খারাপ ব্যবহার নয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের সূরা লাইলের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে বলেছেন যে, জাহান্নামে দগ্ধ হবে সেই ব্যক্তি যে নিতান্ত হতভাগ্য। যে (আল্লাহ্, রাসূল ও কুর'আন এর প্রতি) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আমরা তো এমন নই। সুতরাং আমরা জান্নাতেই যাবো যত গুনাহ্ই করি না কেন। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরপরই ১৭ নং আয়াতে বলেছেনঃ উক্ত লেলিহান জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে পরম সংযমী তথা চরম আল্লাহ্ভীরুরাই। সুতরাং গুনাহ্গাররা সাধারণত জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ, তারা পরম সংযমী তথা চরম আল্লাহ্ভীরু নয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্'র ২৪ নং আয়াতে বলেনঃ জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। সুতরাং আমরা তো মুসলমান। আমাদের জন্য তো জাহান্নাম নয়। আমরা বলবোঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আ'লি ইম্‌রানের ১৩৩ নং আয়াতে বলেছেনঃ জান্নাত তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য। সুতরাং পাপীরা তো খুব সহজেই সেখানে ঢুকতে পারবে না। কারণ, তারা তো আল্লাহ্‌ভীরু নয়।

কেউ কেউ মনে করেন, গুনাহ্ করতেই থাকবো। এক বছরের গুনাহ্ মাফের জন্য একটি আশুরার রোযাই যথেষ্ট। আরো বাড়তি সাওয়াব বা স্পেশাল দয়ার জন্য তো আরাফার রোযাই যথেষ্ট। সুতরাং তাও রেখে দেবো। অতঃপর জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর কিছুই করতে হবে না। আমরা বলবোঃ রামাযানের রোযা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো ফরয। আর এগুলো কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার শর্তে সগীরা গুনাহ্‌গুলো শুধু ক্ষমা করতে পারে। সুতরাং উক্ত নফল রোযা কি এর চাইতেও আরো মর্যাদাশীল যে, সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবে।

কেউ কেউ বলে থাকেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহ্'র ধারণা অনুযায়ীই তার সাথে ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং আমরা তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা করি যে, আমরা যতই গুনাহ্ করি না কেন তিনি আমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং গুনাহ্ করতে কি? আমরা বলবোঃ কেউ কারোর উপর তাঁর সাথে তার ব্যবহারের ধরন অনুযায়ীই ধারণা করে থাকে। যদি সে উক্ত ব্যক্তির সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করে থাকে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা করতে পারে যে, তিনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আর যদি সে তাঁর সাথে সর্বদাই দুর্ব্যবহার করে থাকে তা হলে সে কখনোই তাঁর ব্যাপারে এমন ধারণা করবে না যে, তিনি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

এ কারণেই হাসান বস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَسَاءَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মু'মিন ব্যক্তি নিজ প্রভু সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে বলেই সর্বদা সে ভালো আমল করে। আর পাপী ব্যক্তি নিজ প্রভু সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে বলেই সে সর্বদা খারাপ আমল করে।

বান্দাহ্ তো আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন ধারণা করবে যে, সে ভালো আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বিনষ্ট করে দিবেন না। বরং তিনি তা কবুল করে নিবেন এবং তিনি তাকে দয়া করে জান্নাত দিয়ে দিবেন। তার উপর একটুখানিও যুলুম করবেন না।

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট ছয় অথবা সাতটি দিনার রেখে তাঁকে তা গরিবদের মাঝে বন্টন করতে বললেন। কিন্তু তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুখের কারণে তা করতে ভুলে গেলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা জানালেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন সে দিনারগুলো হাতে রেখে বললেনঃ

مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ

অর্থাৎ মুহাম্মাদের নিজ প্রভু সম্পর্কে কি ধারণা হতে পারে যদি সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে অথচ তার নিকট এ দিনারগুলো রয়েছে। (আহ্মাদ্ ৬/৮৬, ১৮২ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৬৮৬ 'হুমায়দী, হাদীস ২৮৩ ইব্নু সা'দ ২/২৩৮)

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেও তাঁর রহ্মতের আশা করা যেতে পারে। কারণ, তাঁর রহ্মত অপার ও অপরিসীম। আমরা বলবোঃ আপনার কথা ঠিকই। কিন্তু তারই সাথে সাথে আপনাকে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো অপাত্রে দয়া করবেন না। কারণ, তিনি হিকমতওয়ালা এবং অত্যন্ত পরাক্রমশীল। যে দয়ার উপযুক্ত তাকেই দয়া করবেন। আর যে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত তাকে তিনি অবশ্যই শাস্তি দিবেন। বরং সে ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে সুধারণা রাখতে পারে যে তাওবা করেছে, নিজ কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়েছে, বাকি জীবন ভালো কাজে খরচ করবে বলে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢١٨ ﴾ [البقرة ، الآية : ٢١٨]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্'র পথে জিহাদ ও হিজরত করেছে একমাত্র তারাই আল্লাহ্'র রহ্মতের আশা করতে পারে। (বাক্বারাহ্ : ২১৮)

এ কথা সবারই মনে রাখতে হবে যে, একটি হচ্ছে আশা। আরেকটি হচ্ছে দুরাশা। কেউ কোন বস্তুর যৌক্তিক আশা করলে তাকে তিনটি কাজ করতে হয়। যা নিম্নরূপঃ

ক. যে বস্তুর সে আশা করছে সে বস্তুটিকে খুব ভালোবাসতে হবে।

খ. সে বস্তুটি কোনভাবে হাত ছাড়া হয়ে যায় কি না সে আশঙ্কা সদা সর্বদা মনে রেখে সে ব্যাপারে তাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

গ. যথাসাধ্য উক্ত বস্তুটি হাসিলের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

এর কোন একটি কারোর মধ্যে পাওয়া না গেলে তার আশা দুরাশা বৈ আর কি?

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ؛ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ

অর্থাৎ যার ভয় রয়েছে সে অবশ্যই প্রথম রাত্রে যাত্রা শুরু করবে। আর যে প্রথম রাত্রেই যাত্রা শুরু করলো সে অবশ্যই মঞ্জিলে (গন্তব্যে) পৌঁছুবে। তোমরা মনে রাখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পণ্য খুবই দামি। আর আল্লাহ্ তা'আলার পণ্য হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিযী, হাদীস ২৪৫০ হা'কিম, হাদীস ৪/৩০৭ 'আব্দুব্নু 'হুমাইদ্, হাদীস ১৪৬০)

সাহাবাগণের জীবনী পড়ে দেখলে খুব সহজেই এ কথা বুঝে আসবে যে, আমাদের আশা সত্যিই দুরাশা যা কখনোই পূরণ হবার নয়। তাঁদের আশার পাশাপাশি ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত ভয়।

একদা হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَدِدْتُ أَنِّيْ شَعْرَةٌ فِيْ جَنْبِ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ

অর্থাৎ হায়! আমি যদি মু'মিন বান্দাহ্'র পার্শ্ব দেশের একটি লোম হতাম। (আহ্মাদ্/যুহ্দ, পৃষ্ঠাঃ ১০৮)

একদা তিনি নিজ জিহ্বাহ্ টেনে ধরে বলেনঃ

هَذَا الَّذِيْ أَوْرَدَنِيَ الْمَوَارِدَ

অর্থাৎ এটিই আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। (আহ্মাদ্/যুহ্দ, পৃষ্ঠাঃ ১০৯)

তিনি বেশি বেশি কাঁদতেন এবং সবাইকে বলতেনঃ

اِبْكُوْا، ؛ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوْا

অর্থাৎ কাঁদো ; কাঁদতে না পারলে কাঁদার ভান করো। (আহ্মাদ/যুহ্দ, পৃষ্ঠাঃ ১০৮)

একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূরা তুর পড়তে পড়তে যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছুলেন তখন কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তিনি রুগ্ন হয়ে গেলেন এবং মানুষ তাঁর শুশ্রূষা করতে আসলো। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (তুর : ৭)

বেশি কান্নার কারণে তাঁর চেহারায় কালো দু'টি দাগ পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর ছেলেকে বললেনঃ আমার গণ্ডদেশকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দাও। তাতে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর দয়া করবেন। আহ্! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে ক্ষমা না করেন। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

একদা 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আপনার মাধ্যমেই দুনিয়ার অনেকগুলো শহর আবাদ হয়েছে এবং অনেকগুলো এলাকা বিজয় হয়েছে, আরো আরো। তখন তিনি বললেনঃ আমি শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। না চাই কোন গুনাহ্ না চাই কোন পুণ্য।

'উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলতেন। এমন কি তাঁর সমস্ত দাড়ি কান্নার পানিতে ভিজে যেতো। তিনি বলতেনঃ আমাকে যদি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রাখা হয় এবং তখন আমি জানি না যে, আমাকে কোন দিকে যেতে বলা হবে। তখন আমি আমার গন্তব্য জানার আগেই চাবো ছাই হয়ে যেতে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সর্বদা দু'টি বস্তুকে ভয় করতেন। দীর্ঘ আশা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। কারণ, দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে রাখে।

তিনি আরো বলেনঃ দুনিয়া চলে যাচ্ছে, আখিরাত এগিয়ে আসছে এবং প্রত্যেকটিরই অনুগামী রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের অনুগামী হও। দুনিয়ার অনুগামী হয়ো না। কারণ, এখন কাজের সময়, হিসাব নেই। আর আখিরাতে হিসাব রয়েছে, কোন কাজ নেই।

আবুদ্দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আমি আখিরাতে যে ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি তা

হচ্ছে, আমাকে বলা হবেঃ হে আবুদ্দারদা'! তুমি অনেক কিছু জেনেছো। তবে সে মতে কতটুকু আমল করেছো?

তিনি আরো বলেনঃ মৃত্যুর পর তোমাদের কি হবে তা যদি তোমরা এখন জানতে পারতে তা হলে তোমরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতে পারতে না। এমনকি নিজ ঘরেও অবস্থান করতে পারতে না। বরং তোমরা খালি ময়দানে নেমে পড়তে, ভয়ে বুকে থাপড়াতে এবং শুধু কাঁদতেই থাকতে। তিনি আপসোস করে বলেনঃ আহ্! আমি যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো।

বেশি বেশি কান্না করার কারণে আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাসের উভয় চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যায়।

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেনঃ আহ্! আমি যদি গাছ হতাম মানুষ আমাকে কেটে কাজে লাগাতো। আহ্! আমি যদি জন্মই না নিতাম। একদা কেউ তাঁকে খরচ বাবত কিছু দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ আমার নিকট একটি ছাগল আছে যার দুধ আমি পান করি। কয়েকটি গাধা আছে যার উপর চড়ে আমি এদিক ওদিক যেতে পারি। একটি আযাদ করা গোলাম আছে যে আমার খিদমত আঞ্জাম দেয় এবং গায়ে দেয়ার মতো একটি বাড়তি আলখাল্লাও রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারেই হিসাব-কিতাবের ভয় পাচ্ছি। আর বেশির আমার কোন প্রয়োজন নেই।

আবু 'উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আহ্! আমি যদি একটি ভেড়া হতাম। আমার পরিবারবর্গ আমাকে যবেহ্ করে খেয়ে ফেলতো।

ইব্নু আবী মুলাইকাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমি ত্রিশ জন সাহাবাকে এমন পেলাম যে, তাঁরা নিজের ব্যাপারে মুনাফিকির ভয় পেতেন।

কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়ার পরও শান্তিতে জীবন যাপন করছে বিধায় এমন মনে করে থাকেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এখানে শান্তিতে রাখছেন তখন তিনি পরকালেও আমাকে শান্তিতে রাখবেন। সুতরাং পরকাল নিয়ে চিন্তা করার এমন কি রয়েছে? মূলতঃ উক্ত চিন্তা-চেতনা একেবারেই ভুল।

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا

هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، ثُمَّ تَلاَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى إِذَا فَرِحُوْا بِمَآ أُوْتُوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴾

অর্থাৎ তুমি যখন দেখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাহ্কে তাঁর অবাধ্যতা সত্ত্বেও পার্থিব সম্পদ হতে সে যা চায় তাই দিচ্ছেন তা হলে এ কথা মনে করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঢিল দিচ্ছেন। তিনি দেখছেন যে, সে এভাবে কতদূর যেতে পারে। অতঃপর রাসূল ﷺ উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন যার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ অতঃপর যখন তারা সকল নসীহত (অবহেলাবশতঃ) ভুলে গেলো তখন আমি তাদের জন্য (রহ্মত ও নি'য়ামতের) সকল দরোজা খুলে দিলাম। পরিশেষে যখন তারা সেগুলো নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লো। (আন্'আম : ৪৪) (আহ্মাদ্ ৪/১৪৫ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৯১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ ﴾

[الفجر: ١٥ – ١٧]

অর্থাৎ মানুষ তো এমন যে, যখন তাকে পরীক্ষামূলক সম্মান ও সুখ-সম্পদ দেয়া হয় তখন সে বলেঃ আমার প্রভু আমাকে সম্মান করেছেন। আর যদি তাকে পরীক্ষামূলক রিযিকের সঙ্কটে ফেলা হয় তখন সে বলেঃ আমার প্রভু আমাকে অসম্মান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ না, কখনো ব্যাপারটি এমন নয়। (ফাজ্র : ১৫-১৭)

কেউ কেউ মনে করেন, দুনিয়া নগদ আর আখিরাত বাকি। সুতরাং নগদ ছেড়ে বাকির চিন্তা করতে যাবো কেন? আমরা বলবোঃ বাকি থেকে নগদ ভালো তখন যখন নগদ ও বাকি লাভের দিক দিয়ে সমান। কিন্তু যখন বাকি নগদ চাইতে অনেক অনেক গুণ ভালো প্রমাণিত হয় তখন সত্যিকারার্থে নগদ চাইতে বাকিই বেশি ভালো। আর এ কথা সকল মু'মিন ব্যক্তি জানে যে, আখিরাত দুনিয়ার চাইতে অনেক অনেকগুণ ভালো এবং চিরস্থায়ী। সুতরাং আখিরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া বোকামি বৈ কি?

মুস্তাউরিদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِيْ الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِيْ الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ؟!

অর্থাৎ আল্লাহ্'র কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এমন যে, কেউ তার (তর্জনী) অঙ্গুলি সাগরে রাখলো। অতঃপর সে অঙ্গুলির সাথে যে পানিটুকু উঠে আসলো তার তুলনা যেমন পুরো সাগরের সাথে। (মুসলিম, হাদীস ২৮৫৮ তিরমিযী, হাদীস ২৩২৩ আহমাদ্ ১/২২৯, ২৩০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪১৮৩)

এ যদি হয় দুনিয়ার তুলনা আখিরাতের সাথে তা হলে এক জন মানব জীবনের তুলনা আখিরাতের সাথে কতটুকু হবে তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, দুনিয়া হচ্ছে নিশ্চিত আর আখিরাত হচ্ছে অনিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত রেখে অনিশ্চিতের পেছনে পড়বো কেন? আমরা বলবোঃ আপনি কি সত্যিই আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, না কি নন? আপনি যদি আখিরাতকে সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন তা হলে এ জাতীয় কথাই আপনার মুখ থেকে বেরুতে পারে না। আর যদি আপনি আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী না হয়েই থাকেন তা হলে আপনার ঈমানকে প্রথমে শুদ্ধ করে নিন। অতঃপর জান্নাত অথবা জাহান্নামের কথা ভাবুন।

যাই হোক গুনাহ্'র উক্ত ছুতানাতাগুলো একমাত্র শয়তানেরই শিক্ষা যার উত্তরগুলো এতক্ষণ দেয়া হলো। এবার আসছি এ পুস্তিকাটির মূল বিষয় তথা গুনাহ্'র অপকারিতা সমূহের বিস্তারিত বর্ণনায়। নিম্নোক্ত গুনাহ্'র অপকারিতা সমূহ জেনে কোন মোসলমান যদি অন্ততপক্ষেঃ বড়ো বড়ো গুনাহ্গুলোর প্রতিও নিরুৎসাহিত হন তা হলে আমার শ্রম খানিকটা হলেও সফল হয়েছে বলে ধরে নেবো।

গুনাহ্'র অপকার সমূহঃ

মুস্লিম বলতেই সবারই এ কথা জানা উচিৎ যে, বিষ যেমন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তেমনিভাবে গুনাহ্ও অন্তরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাতে ক্ষতির তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণ অথবা ব্যাধি রয়েছে তার মূলে রয়েছে গুনাহ্ ও পাপাচার।

এরই কারণে আদম ও হাউওয়া' বা হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন।

এরই কারণে শয়তান ইব্লীস আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

এরই কারণে নূহ্ ﷵ এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহা প্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে 'হূদ্ ﷵ এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে সা'লিহ্ ﷵ এর যুগে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে সবাই হৃদয় ফেটে অথবা হৃদয় ছিঁড়ে মারা যায়।

এরই কারণে লুত্ব ﷵ এর যুগে তাঁরই আবাসভূমিকে উল্টিয়ে তাতে পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং শুধু একজন ছাড়া তাঁর পরিবারের সকলকেই রক্ষা করা হয়। আর অন্যরা সবাই দুনিয়া থেকে একেবারেই নির্মূল হয়ে যায়।

এরই কারণে শু'আইব ﷵ এর যুগে আকাশ থেকে আগুন বর্ষিত হয়।

এরই কারণে ফির'আউন ও তার বংশধররা লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।

এরই কারণে ক্বারূন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।

এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদিদের উপর এমন শত্রু পাঠিয়ে দেন যারা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে, তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সকল সম্পদ লুটে নেয়। এভাবে একবার নয়। বরং দু' দু' বার ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কসম করে বলেনঃ

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾[الأعراف: ١٦٧].

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করলেন, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি এমন লোক পাঠাবেন যারা ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। (আ'রাফ : ১৬৭)

ইব্নু 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) গুনাহ্'র অপকার সম্পর্কে বলেনঃ হে গুনাহ্গার! তুমি গুনাহ্'র কঠিন পরিণাম থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না। তেমনিভাবে গুনাহ্'র সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট তার ভয়াবহতা থেকেও। গুনাহ্'র চাইতেও মারাত্মক এই যে, তুমি গুনাহ্'র সময় ডানে-বামের লেখক ফিরিশ্তাদের লজ্জা পাচ্ছো না। তুমি গুনাহ্ করে এখনো হাসছো অথচ তুমি

জানো না যে, আল্লাহ্ তা’আলা তোমার সাথে কিয়ামতের দিন কি ব্যবহার করবেন। তুমি গুনাহ্ করতে পেরে খুশি হচ্ছো। গুনাহ্ না করতে পেরে ব্যথিত হচ্ছো। গুনাহ্’র সময় বাতাস তোমার ঘরের দরোজা খুলে ফেললে মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছো অথচ আল্লাহ্ তা’আলা যে তোমাকে দেখছেন তা ভয় করছো না। তুমি কি জানো আইয়ূব عليه السلام কি দোষ করেছেন যার দরুন আল্লাহ্ তা’আলা তাঁকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেন এবং তাঁর সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর দোষ এতটুকুই ছিলো যে, একদা এক মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলো। তখন তিনি তার সহযোগিতা করেননি এবং অত্যাচারীর অত্যাচার তিনি প্রতিহত করেননি। তাই আল্লাহ্ তা’আলা তাঁকে উক্ত শাস্তি দিয়েছেন।

এ কারণেই ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ গুনাহ্ যে ছোট তা দেখো না বরং কার শানে তুমি গুনাহ্ করছো তাই ভেবে দেখো।

ফুযাইল বিন্ ’ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেনঃ তুমি গুনাহ্কে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ্ তা’আলার নিকট তা ততই বড় হয়ে দেখা দিবে। আর যতই তুমি তা বড় মনে করবে ততই তা আল্লাহ্ তা’আলার নিকট ছোট হয়ে দেখা দিবে।

কখনো কখনো গুনাহ্’র প্রতিক্রিয়া দ্রুত দেখা যায় না। তখন গুনাহ্গার মনে করে থাকে যে, এর প্রতিক্রিয়া আর দেখা যাবে না। তখন সে উক্ত গুনাহ্’র কথা একেবারেই ভুলে যায়। অথচ এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা-চেতনা।

আবুদ্দারদা’ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্ তা’আলার ইবাদত এমনভাবে করো যে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। নিজকে সর্বদা মৃত বলে মনে করো। এ কথা সর্বদা মনে রাখবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বল্প সম্পদ অনেক ভালো এমন বেশি সম্পদ থেকে যা মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। নেক কখনো পুরাতন হয় না এবং গুনাহ্ কখনো ভুলা যায় না। বরং উহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য।

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি একদা এক অল্প বয়স্ক ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভাবতে ছিলেন। তখন তাকে স্বপ্নে বলা হলো যে, তুমি এর পরিণতি চল্লিশ বছর পরও দেখতে পাবে।

এ ছাড়াও গুনাহ্’র আরো অনেকগুলো অপকার রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. গুনাহ্গার ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে নূর বা আলো যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কারোর অন্তরে ঢেলে দেন। আর গুনাহ্ সে নূরকে নিভিয়ে দেয়।

২. গুনাহ্গার ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। (হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৬০৩৮ আহ্মাদ্, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)

ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্ভীরুতাই রিযিক বর্ধনের কারণ হয়। সুতরাং রিযিক পেতে হলে গুনাহ্ অবশ্যই ছাড়তে হবে।

উল্লেখ্য যে, কারো কারোর নিকটে উক্ত হাদীস শুদ্ধ নয়।

৩. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়। যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা ও তার অন্তরের মাঝে এমন এক দূরত্ব জন্ম নেয় যার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ্ তা'আলা না চায় তো কখনোই সম্ভব নয়।

৪. গুনাহ্'র কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের মাঝে ও গুনাহ্গারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব জন্ম নেয়। যার দরুন সে কখনো তাদের নিকটবর্তী হতে চায় না। বরং সর্বদা সে শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথেই উঠা-বসা করা পছন্দ করে। কখনো এ দূরত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, তার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কিছুই তার ভালো লাগে না। বরং পরিশেষে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, ধীরে ধীরে নিজের উপরও তার এক ধরনের বিরক্তি ভাব জন্ম নেয়। যার পরিণতি কখনোই কারোর জন্য সুখকর নয়।

তাই তো কোন এক বুযুর্গ বলেছিলেনঃ আমি যখন গুনাহ্ করি তখন এর প্রতিক্রিয়া আমার বাহন এমনকি আমার স্ত্রীর মধ্যেও দেখতে পাই।

৫. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের সকল কাজকর্ম তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক এরই বিপরীতে কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্যিকারার্থে ভয় করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল কাজ সহজ করে দেন।

৬. সত্যিকারার্থেই গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য হচ্ছে এক

ধরনের নূর। আর গুনাহ্ হচ্ছে এক ধরনের অন্ধকার। উক্ত অন্ধকার যতই বাড়বে তার অস্থিরতাও ততই বাড়বে। তখন সে বিদ্'আত, শির্ক, কুফর সবই করে ফেলবে অথচ সে তা একটুও টের পাবে না। কখনো কখনো উক্ত অন্ধকার তার চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন তা কালো হতে থাকে এবং তার চেহারাও।

এ কারণেই আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেনঃ কোন নেক কাজ করলে চেহারায় উজ্জলতা ফুটে উঠে। অন্তরে আলো জন্ম নেয়। রিযিকে সচ্ছলতা, শরীরে শক্তি ও মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা যায়। আর গুনাহ্ করলে চেহারা কালো, অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। রিযিকে ঘাটতি আসে এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষভাব জন্ম নেয়।

৭. ধীরে ধীরে গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তর ও শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্তরের শীর্ণতা তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর শরীরের জীর্ণতা তো এভাবেই যে, মু'মিনের সত্যিকার শক্তি তো অন্তরেই। যখনই তার অন্তর শক্তিশালী হবে তখন তার শরীরও শক্তিশালী হবে। আর গুনাহ্গার ব্যক্তি তাকে দেখতে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন কাজের সময় ঈমানদারদের সম্মুখে সে অত্যন্তই দুর্বল। তাই ইসলামী ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, পারস্যবাসী ও রোমানরা যতই শক্তিশালী থেকে থাকুক না কেন ঈমানদারদের সম্মুখে তারা এতটুকুও টিকতে পারেনি।

৮. গুনাহ্গার ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য তথা নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। নেক কাজের কোন উৎসাহ্ই তার মধ্যে জন্ম নেয় না। আর জন্ম নিলেও তাতে তার মন বসে না। যেমনঃ কোন রোগী কোন খানা খেয়ে দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকলে অনেক ধরনের ভালো খানা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

৯. গুনাহ্ বয়স বা উহার বরকত কমিয়ে দেয় যেমনিভাবে নেক কাজ বয়স বা উহার বরকত বাড়িয়ে দেয়।

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيْدُ فِيْ الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ

অর্থাৎ ভাগ্য (যা পরিবর্তন যোগ্য) একমাত্র দো'আই পরিবর্তন করতে পারে এবং বয়স বা উহার বরকত নেক কাজ করলেই বেড়ে যায়। (হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৬০৩৮ আহ্মাদ্, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)

জীবন বলতে আত্মার জীবনকেই বুঝানো হয়। আর আত্মার জীবন বলতে সে জীবনকেই বুঝানো হয় যা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ব্যয়িত হয়। নেক কাজ, আল্লাহ্ভীরুতা ও তাঁরই আনুগত্য এ জীবনকে বাড়িয়ে দেয়।

১০. একটি গুনাহ্ আরেকটি গুনাহ্'র জন্ম দেয়। পরিশেষে গুনাহ্ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, গুনাহ্ থেকে বের হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি এ ব্যাপারে দয়া করেন। ঠিক এরই বিপরীতে একটি নেক কাজ আরেকটি নেক কাজের উৎসাহ্ জন্ম দেয়। এভাবেই নেক ও গুনাহ্ অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন এমন হয় যে, কোন নেককার নেক কাজ করতে না পারলে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং কোন বদ্‌কার নেক কাজ করতে চাইলে তার জন্য তা সহজ হয় না। উহার মধ্যে তার মন বসে না। তাতে সে মনের শান্তি অনুভব করে না যতক্ষণ না সে আবার গুনাহে ফিরে না আসে। এ কারণেই দেখা যায়, অনেকেই গুনাহ্ করছে ঠিকই। কিন্তু সে আর গুনাহে মজা পাচ্ছে না। তবে সে তা এ কারণেই করে যাচ্ছে যে, সে তা না করলে মনে খুব অস্থিরতা অনুভব করে।

এ কারণেই জনৈক কবি বলেনঃ

فَكَانَتْ دَوَائِيْ، وَهِيَ دَائِيْ بِعَيْنِهِ كَمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْخَمْرِ بِالْخَمْرِ

অর্থাৎ সেটিই আমার চিকিৎসা ; অথচ সেটিই আমার রোগ যেমনিভাবে মদ্যপায়ী মদ দিয়েই তার চিকিৎসাকর্ম চালিয়ে যায়।

বান্দাহ্ যখন বার বার নেক কাজ করতে থাকে, নেক কাজকেই সে ভালোবাসে এবং নেক কাজকেই সে অন্য কাজের উপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফিরিশ্‌তা দিয়েই সহযোগিতা করে থাকেন। ঠিক এরই বিপরীতে যখন কেউ বার বার গুনাহ্ করতে থাকে, গুনাহ্‌কেই ভালোবাসে এবং গুনাহ্‌কেই নেক কাজের উপর প্রাধান্য দেয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর শয়তানকেই ছেড়ে দেন। তখন সে তার পক্ষ থেকে শয়তানিরই সহযোগিতা পেয়ে থাকে। ভালোর নয়।

১১. গুনাহ্‌গারের অন্তর বার বার গুনাহ্'র ইচ্ছা পোষণ করতে করতে আর ভালোর ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। এমনকি তখন তার মধ্যে গুনাহ্ থেকে তাওবা করার ইচ্ছাও একেবারেই ক্ষীণ হয়ে যায়। বরং ধীরে ধীরে উক্ত ইচ্ছা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। তখন দেখা যায়, এক জন ব্যক্তি

অর্ধাঙ্গ রোগী অথচ সে এখনো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবা করছে না। আর কখনো সে মুখে তাওবা ইস্তিগ্ফার করলেও তা মিথ্যুকের তাওবা বলেই বিবেচিত। কারণ, তার অন্তর তখনো গুনাহ্লোভী। সে সুযোগ পেলেই গুনাহ্ করবে বলে আশা পোষণ করে থাকে।

১২. গুনাহ্ করতে করতে গুনাহ্কে গুনাহ্ মনে করার চেতনাটুকুও গুনাহ্গারের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তখন গুনাহ্ করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। তাকে কেউ গুনাহ্ করতে দেখলে অথবা কেউ এ ব্যাপারে তার সম্পর্কে কথা বললে সে এতটুকুও লজ্জা পায় না। বরং অন্যকে দেখিয়ে করতে পারলে সে তাতে বেশি মজা পায়। গুনাহ্ করতে পেরেছে বলে সে অন্যের কাছে গর্ব করে এবং যে তার গুনাহ্ সম্পর্কে অবগত নয় তাকেও সে তা জানিয়ে দেয়। সাধারণত এ জাতীয় মানুষের তাওবা নসীব হয় না এবং তাকে ক্ষমাও করা হয় না।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُوْلُ: يَا فُلاَنُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

অর্থাৎ প্রকাশ্য গুনাহ্গার ছাড়া সকল উম্মতই ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত। আর প্রকাশ্য গুনাহ্'র অন্তর্ভুক্ত এটিও যে, জনৈক ব্যক্তি গভীর রাত্রে কোন একটি গুনাহ্'র কাজ করলো। ভোর হয়েছে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এখনো তার গুনাহ্টিকে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সে নিজেই জনসম্মুখে তার গুনাহ্টি ফাঁস করে দিয়েছে। সে বলছে, হে অমুক! শুনো, আমি গত রাত্রিতে এমন এমন করেছি। অথচ তার প্রভু তার গুনাহ্টিকে রাত্রি বেলায় লুকিয়ে রেখেছেন। আর সে ভোর হতেই আল্লাহ্ তা'আলার গোপন রাখা বিষয়টিকে ফাঁস করে দিলো। (বুখারী, হাদীস ৬০৬৯ মুসলিম, হাদীস ২৯৯০)

১৩. গুনাহ্গার ব্যক্তি গুনাহ্'র মাধ্যমে পূর্বের কোন এক অভিশপ্ত তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির যোগ্য (?) ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়। যেমনঃ

সমকামী ব্যক্তি লুত্ব সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

মাপে কম দেয় যে সে শু'আইব সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফির'আউন সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

দাম্ভিক ও আত্মম্ভরি হূদ সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ।

সুতরাং গুনাহ্গার যে গুনাহ্ই করুক না কেন তার সাথে পূর্বের কোন এক জাতির সাথে সে বিষয়ে মিল রয়েছে। তবে উক্ত মিল কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কারণ, তারা ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অবাধ্য এবং তাঁর কঠিন শত্রু।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (মুসলমান ছাড়া) অন্য কোন জাতির সঙ্গে কোন বিষয়ে মিল রাখলো সে তাদের মধ্যেই পরিগণিত হবে। (আহ্মাদ্ ২/৫০, ৯২ আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১)

১৪. গুনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে একেবারেই গুরুত্বহীন।

হাসান বস্রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তারা (গুনাহ্গাররা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুরুত্বহীন বলেই তো তাঁর অবাধ্য হতে পারলো। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে গুরুত্বই দিতেন তাহলে তাদেরকে গুনাহ্ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কারোর সম্মান না থাকলে মানুষের নিকটও তার কোন সম্মান থাকে না। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে তাকে কোন প্রয়োজনে বা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ ﴾[الحج: ١٨]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অসম্মান করেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউ নেই। (হাজ্জ : ১৮)

১৫. গুনাহ্ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, তার নিকট বড় গুনাহ্ও ছোট মনে হয়। এটিই ধ্বংসের মূল। কারণ, বান্দাহ্ গুনাহ্কে যতই ছোট মনে করবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা ততই বড় হিসেবে পরিগণিত হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই মু'মিন গুনাহ্কে এমন মনে করে যে, যেন সে পাহাড়ের নিচে। ভয় পাচ্ছে পাহাড়টি কখন যে তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। আর ফাসিক (আল্লাহ্'র অবাধ্য)

গুনাহ্কে এমন মনে করে যে, যেমন কোন একটি মাছি তার নাকে বসলো আর সে হাত দিয়ে মাছিটিকে তাড়িয়ে দিলে তা উড়ে গেলো।

১৬. গুনাহ্'র কারণে শুধু গুনাহ্গারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং তাতে অন্য পশু এবং অন্য মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই পাখি তার বাসায় মরে যায় শুধুমাত্র যালিমের যুলুমের কারণেই।

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যখন এলাকায় দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন পশুরা গুনাহ্গারদের প্রতি লা'নত করে এবং বলেঃ এটি আদম সন্তানের গুনাহ্'রই অপকারিতা।

১৭. গুনাহ্ গুনাহ্গার ব্যক্তির অসম্মান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়। সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾[فاطر: ١٠]

অর্থাৎ কেউ সম্মান চাইলে তার জানা উচিৎ যে, সকল সম্মান আল্লাহ্'র জন্যই তথা তাঁরই আনুগত্যে নিহিত। (ফাত্বির : ১০)

'হাসান বস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ গুনাহ্গাররা যদিও উন্নত মানের ঘোড়া ও খচ্চরে সাওয়ার হয় তবুও গুনাহ্'র লাঞ্ছনা তাদের অন্তর থেকে কখনো পৃথক হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনভাবে গুনাহ্গারকে লাঞ্ছিত করবেনই।

১৮. গুনাহ্ গুনাহ্গারের মেধা নষ্ট করে দেয়। কারণ, মেধার এক ধরনের আলো রয়েছে। আর গুনাহ্ উক্ত আলোকে একেবারেই নষ্ট করে দেয়।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ মানুষের মেধা নষ্ট হলেই তো সে গুনাহ্ করতে পারে। কারণ, তার মেধা সচল থাকলে সে কিভাবে এমন সত্তার অবাধ্য হতে পারে যার হাতে তার জীবন ও মরণ এবং যিনি তাকে সর্বদা দেখছেন। ফিরিশ্‌তারাও তাকে দেখছেন। কোর'আন, ঈমান, মৃত্যু ও জাহান্নাম তাকে গুনাহ্ করা থেকে নিষেধ করছে। গুনাহ্'র কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সবের পরও গুনাহ্ করা কি একজন মেধাবী লোকের কাজ হতে পারে?!

১৯. গুনাহ্ করতে করতে গুনাহ্গারের অন্তরের উপর ভ্রষ্টাচারের সিল-মোহর পড়ে যায়। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে গাফিল হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ [المطففين: ١٤]

অর্থাৎ না, তাদের কথা সত্য নয়। বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে। (মুত্বাফ্‌ফিফীন : ১৪)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেনঃ উক্ত মরিচা গুনাহ্'র মরিচা। কারণ, গুনাহ্ করলে অন্তরে এক ধরনের মরিচা ধরে। আর উক্ত মরিচা বাড়লেই উহাকে "রান" বলা হয়। আরো বাড়লে উহাকে "ত্বাব্'" বা "খাত্‌ম" তথা সীল-মোহর বলা হয়। তখন অন্তর এমন হয়ে যায় যেন তা পর্দা দিয়ে বেষ্টিত।

২০. কিছু কিছু গুনাহ্'র উপর আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এবং ফিরিশ্‌তাদের লা'নত রয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় গুনাহ্‌গারের উপর উক্ত লা'নত পতিত হবে অবশ্যই। আর যে গুনাহ্‌গুলো এগুলোর চেয়েও বড় উহার উপর তো তাঁদের লা'নত আছেই।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْـمُوْتَشِمَاتِ وَالْـمُتَنَمِّصَاتِ وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার লোম উঠানো হয় এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য নিজ দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে ; আল্লাহ্ প্রদত্ত গঠন পরিবর্তন করে। (বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮ মুসলিম, হাদীস ২১২৫)

আবু হুরাইরাহ্, আয়েশা, আস্‌মা' ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযুক্তকারিণী মহিলাকে এবং যার জন্য তা করা হয়েছে তাকেও। (বুখারী, হাদীস ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭, ৫৯৪২ মুসলিম, হাদীস ২১২২, ২১২৩, ২১২৪)

জাবির ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ লা'নত তথা অভিসম্পাত করেছেন সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তিকে। তারা হচ্ছেঃ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়। রাসূল ﷺ আরো বলেছেনঃ তারা সবাই সমপর্যায়েরই দোষী। (মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭, ১৫৯৮ তিরমিযী, হাদীস ১২০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৩০৭ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫০২৫ আহ্মাদ্, হাদীস ৬৩৫, ৬৬০, ৮৪৪, ১১২০, ১২৮৮, ১৩৬৪, ৩৭২৫, ৩৭৩৭, ৩৮০৯, ৪৩২৭, ১৪৩০২)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে। (আবু দাউদ, হাদীস ২০৭৬)

জাবির, 'আলী ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারীকে এবং যার জন্য তাকে হালাল করা হয়েছে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৬১, ১৯৬২ তিরমিযী, হাদীস ১১১৯, ১১২০)

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে ধার করা পাঁঠার সংবাদ দেবো না? সাহাবারা বললেনঃ হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্'র রাসূল। তখন তিনি বললেনঃ সে হচ্ছে হালালকারি। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন (কোন মহিলাকে তিন তালাকের পর নামে মাত্র বিবাহ্ করে তালাকের মাধ্যমে অন্যের জন্য) হালালকারিকে এবং যার জন্য তা হালাল করা হয়েছে। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৬৩)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ

করেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এমন চোরকে যার হাত খানা কাটা গেলো একটি লোহার টুপি অথবা এক খানা রশি চুরির জন্য। (বুখারী, হাদীস ৬৭৮৩ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৭)

আনাস্ বিন্ মালিক ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﵄ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا

অর্থাৎ রাসূল ﷺ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা'নত তথা অভিসম্পাত করেনঃ যে মদ বানায়, প্রস্তুত কারক, যে পান করে, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নেয়া হয়, যে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। (তিরমিযী, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৪৪৩, ৩৪৪৪)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে ব্যক্তিকে যে নিজ পিতাকে লা'নত করে, যে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য কোন পশু যবেহ্ করে, যে কোন বিদ্'আতীকে আশ্রয় দেয় এবং যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে। (মুসলিম, হাদীস ১৯৭৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন এমন ব্যক্তিকে যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে (তীরের) লক্ষ্যবস্তু বানায়। (মুসলিম, হাদীস ১৯৫৮)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন এমন পুরুষকে যারা মহিলাদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী এবং সে মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে যে কোন ভাবে (পোশাকে, চলনে ইত্যাদি) সামঞ্জস্য বজায় রাখতে উৎসাহী। (বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৫৮৮৬)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এমন পুরুষকে লা'নত করেন যে পুরুষ মহিলার ঢংয়ে পোশাক পরে এবং এমন মহিলাকে লা'নত করেন যে মহিলা পুরুষের ঢংয়ে পোশাক পরে। (আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯৮ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫৭৫১, ৫৭৫২ হা'কিম ৪/১৯৪ আহ্মাদ্ ২/৩২৫)

আবু জু'হাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَوِّرَ

অর্থাৎ নবী ﷺ লা'নত করেন (যে কোনভাবে কোন প্রণীর) ছবি ও মূর্তি ধারণকারীকে। (বুখারী, হাদীস ২০৮৬, ২২৩৮, ৫৩৪৭)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। (আহ্মাদ্, হাদীস ২৯১৫ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ বায়হাক্বী, হাদীস ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১১৫৪৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫৩৯ 'আব্দুব্নু 'হুমাইদ্, হাদীস ৫৮৯ হা'কিম ৪/৩৫৬)

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন এমন ব্যক্তিকে যে কোন অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে এবং সে ব্যক্তিকেও যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস ১১৫৪৬ বায়হাক্বী, হাদীস ১৬৭৯৪ আহ্মাদ্, হাদীস ১৮৭৫, ২৯১৫ ইব্নু 'হুমাইদ্, হাদীস ৫৮৯ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ আবু ইয়া'লা', হাদীস ২৫৩৯ হা'কিম ৮/২৩১)

জাবির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِيْ وَسَمَهُ

অর্থাৎ একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দেয়া হয়েছিলো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করুক সে ব্যক্তিকে যে গাধাটির চেহারায় পুড়িয়ে দাগ দিলো। (মুসলিম, হাদীস ২১১৭)

'হাস্সান বিন্ সাবিত, আবু হুরাইরাহ্ ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণীদেরকে লা'নত করেন। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৫৯৬, ১৫৯৭)

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

অর্থাৎ অভিশপ্ত সে ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীর মলদ্বার ব্যবহার করে। (আবু দাউদ, হাদীস ২১৬২ আহ্মাদ্ ২/৪৪৪, ৪৭৯)

আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْـمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

অর্থাৎ যখন কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) নিজ বিছানায় ডাকে অথচ সে সেখানে আসতে অস্বীকার করে তখন ফিরিশ্তারা তাকে সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে। (বুখারী, হাদীস ৩২৩৭ , ৫১৯৩ মুসলিম, হাদীস ১৪৩৬)

'আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَـنِ ادَّعَـى إِلَى غَـيْرِ أَبِيْـهِ، أَوِ انْتَمَـى إِلَى غَـيْرِ مَوَالِيْـهِ، فَعَلَيْـهِ لَعْنَـةُ اللهِ وَالْـمَلاَئِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ صَرْفًـا وَلاَ عَـدْلاً، وَمَـنْ أَخْفَـرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَـعْنَةُ اللهِ وَالْـمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ জন্মদাতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে দাবি করলো অথবা নিজ মনিব ছাড়া অন্য কাউকে মনিব বলে পরিচয় দিলো তার উপর আল্লাহ্ তা’আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা’নত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা’আলা তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করবেন না। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করলো তার উপরও আল্লাহ্ তা’আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা’নত এবং কিয়ামতের দিন তার পক্ষ থেকেও কোন ফরয ও নফল আমল কবুল করা হবে না। (মুসলিম, হাদীস ১৩৭০)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْـمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَـاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রতি ধারালো কোন লোহা (ছুরি, চাকু, দা তথা যে কোন অস্ত্র) দ্বারা ইশারা করলো ফিরিশ্তারা তার উপর লা’নত করতে থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে যদিও সে তার সহোদর ভাই হোক না কেন। (মুসলিম, হাদীস ২৬১৬)

’আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْـمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদেরকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ্ তা’আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা’নত। (ত্বাবারানী/কবীর ১২৭০৯)

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾ ﴾ [الرعد: ٢٥]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন (আত্মীয়তার বন্ধন) তা ছিন্ন করে। পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের জন্যই রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (রা'দ্: ২৫)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে লা'নত করেন এবং (আখিরাতে) তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (আহ্যাব : ৫৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾ [البقرة: ١٥٩]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ নির্দেশ কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও তা লুকিয়ে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং সকল অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে। (বাক্বারাহ্ : ১৫৯)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ ﴾ [النور: ٢٣]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা মু'মিন মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যই রয়েছে মহা শাস্তি। (নূর : ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ

وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَمَن يَلۡعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ ﴾ [النساء: ٥١ – ٥٢]

অর্থাৎ তুমি কি ওদের প্রতি লক্ষ্য করেছো যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। তারা (আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে) যাদুকর, গণক, প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে, তারাই মু'মিনদের চাইতে অধিক সুপথগামী। এদেরই প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অভিসম্পাত করেন তার জন্য তুমি কোন সাহায্যকারীই পাবে না। (নিসা' : ৫১-৫২)

সাউবা'ন, আবু হুরাইরাহ্ ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ আল্লাহ্'র রাসূল ﷺ লা'নত করেন ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন ঘুষখোর, ঘুষদাতা এবং তাদের মাধ্যমকেও। (তিরমিযী, হাদীস ১৩৩৬, ১৩৩৭ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৫০৭৬, ৫০৭৭ হা'কিম ৪/১০৩)

এ ছাড়াও আরো অনেক গুনাহ্ রয়েছে যে গুনাহ্গারের উপর আল্লাহ্ তা'আলা, তদীয় রাসূল ﷺ, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত রয়েছে। এ জাতীয় গুনাহ্গাররা যদি গুনাহ্ করার সময় এতটুকুই ভাবে যে তাদের উপর অনেকেরই লা'নত পড়ছে তা হলে তাদের জন্য উক্ত গুনাহ্ ছাড়া একেবারেই সহজ হয়ে যাবে।

২১. গুনাহ্গার ব্যক্তি রাসূল ﷺ ও ফিরিশ্তাদের দো'আ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, তাদের দো'আ তো ওদেরই জন্যই যারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এবং গুনাহ্ করলেও তাওবা করে নেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল ﷺ কে আদেশ করে বলেনঃ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ﴾ [محمد: ١٩]

অর্থাৎ অতএব তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন

মা'বূদ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মু'মিন নর-নারীদের গুনাহ্'র জন্য। (মুহাম্মাদ্ : ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আর্‌শ বহনকারী ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمۡتَهُۥۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٩ ﴾ [غافر: ٧ – ٩]

অর্থাৎ যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুস্পার্শ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মু'মিনদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে এ বলে যে, হে আমাদের প্রভু! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্মশীল রয়েছে তাদেরকেও। আপনি তো নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আপনি তাদেরকে গুনাহ্'র পরিণাম (শাস্তি) থেকেও রক্ষা করুন। আপনি যাকে সে দিন গুনাহ্'র পরিণাম থেকে রক্ষা করবেন তাকেই তো অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই তো (তাদের জন্য) মহা সাফল্য। (গাফির/মু'মিন ৭-৯)

২২. এ ছাড়াও কিছু গুনাহ্'র নির্ধারিত কিছু শাস্তি রয়েছে যা পরকালে গুনাহ্‌গারকে অবশ্যই ভুগতে হবে। তা নিম্নরূপঃ

সামুরাহ্ বিন্ জুন্‌দুব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশির ভাগ সময় ভোর বেলায় সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কি কেউ গত রাত কোন স্বপ্ন দেখেছো? তখন সাহাবাদের যে যাই দেখেছেন তাঁর নিকট তা বলতেন। এক সকালে তিনিই ভোর বেলায় সাহাবাদেরকে বললেনঃ গত রাত আমার নিকট দু' জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম

থেকে জাগিয়ে বললোঃ চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে এক পেশে অথবা চিৎ হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর হাতে। লোকটি পাথর মেরে শায়িত ব্যক্তির মাথা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং পাথরটি মাথায় লেগে দূরে ছিটকিয়ে পড়ছে। লোকটি ছিটকে পড়া পাথর খণ্ড নিয়ে ফিরে আসতে আসতেই শায়িত ব্যক্তির মাথা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। অতঃপর দাঁড়ানো ব্যক্তি আবারো শায়িত ব্যক্তির মাথায় পূর্বের ন্যায় আঘাত হানছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা আবারো এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে বসা অথবা চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে চিরে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব চিরতে না চিরতেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি বসা অথবা শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা চুলার ন্যায় একটি বড় গর্তের মুখে পৌঁছুলাম। গর্ত থেকে খুব চিৎকার শুনা যাচ্ছে। তখন আমরা গর্তের ভেতরে তাকালে দেখলাম, সেখানে অনেকগুলো উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা। নিচ থেকে কঠিন লেলিহান আগুন তাদেরকে ধাওয়া করছে এবং তা তাদের নিকট পৌঁছুতেই তারা খুব চিৎকারে ফেটে পড়ছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আশ্চর্য! এরা কারা? আমার সাথীদ্বয় বললোঃ সামনে চলুন। তখন আমরা সামনে চললাম। যেতে যেতে আমরা একটি রক্তের নদীর পার্শ্বে পৌঁছুলাম। নদীতে জনৈক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। নদীর পার্শ্বে অন্য আরেক জন অনেকগুলো পাথর খণ্ড সামনে নিয়ে বসে আছে। লোকটি সাঁতার কাটতে কাটতে পাথর

ওয়ালার নিকট এসে হা করতেই সে তার মুখে একটি পাথর গুঁজে দেয়। অতঃপর সে আবারো সাঁতার কাটতে যায় এবং সাঁতার কাটতে কাটতে আবারো পাথর ওয়ালার নিকট আসলে সে পূর্বের ন্যায় আরেকটি পাথর তার মুখে গুঁজে দেয়। ...

রাসূল ﷺ বলেনঃ আমি আমার সাথীদ্বয়কে বললামঃ আজ রাত তো আমি অনেকগুলো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই দেখলাম তা তোমরা আমাকে খুলে বলবে কি? তখন তারা আমাকে বললোঃ অবশ্যই আমরা আপনাকে ব্যাপারগুলো এখনই খুলে বলছি। তাই শুনুন। প্রথম ব্যক্তির দোষ এই যে, সে কোর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করে সে মতে আমল করে না এবং ফরয নামায না পড়ে সে ঘুমিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আর উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলাদের দোষ এই যে, তারা ছিলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। আর চতুর্থ ব্যক্তিটি হচ্ছে সুদখোর। (বুখারী, হাদীস ১৩৮৬, ৭০৪৭)

২৩. গুনাহ্'র কারণে পৃথিবীর পানি, বাতাস, ফলমূল, শস্য, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ ﴾ [الروم: ٤١]

অর্থাৎ মানুষের কৃতকর্মের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আর তা এ কারণেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরই মাধ্যমে বান্দাহ্কে তার কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করান যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে। (রূম : ৪১)

২৪. গুনাহ্'র কারণেই পৃথিবীতে ভূমিধস ও ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এমনকি ভূমি থেকে বরকত একেবারেই উঠে যায়।

এ কথা কারোর অজানা নয় যে, ইতিপূর্বে এখনকার চাইতেও ফলমূল আরো বড় ও আরো সুস্বাদু হতো। এমনকি হাজরে আস্ওয়াদ একদা সূর্যের ন্যায় জ্বলজ্বলে এবং সাদা ছিলো। অথচ মানুষের গুনাহ্'র কারণেই তা আজ আস্ওয়াদ বা কালো। সুতরাং বুঝা গেলো, গুনাহ্'র প্রভাব সকল বস্তুর উপরই পড়ে। এ কারণেই রাসূল ﷺ যখন সামূদ্ সম্প্রদায়ের এলাকায়

পৌঁছুলেন তখন তিনি সাহাবাদেরকে তাদের কুয়া থেকে পানি পান ও তা সংগ্রহ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি গুনাহ্'র প্রভাব মানুষের উপরও পড়ে। যার দরুন কোন কোন আলিমের ধারণা মতে মানুষ দিন দিন খাটো হতে চলছে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ... فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি ছিলেন ষাট হাত লম্বা। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ খাটো হতেই চলছে। (বুখারী, হাদীস ৩৩২৬ মুসলিম, হাদীস ২৮৪১)

তবে কিয়ামতের পূর্বে আবারো যখন ঈসা (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতে অবতরণ করে বিশ্বের বুকে পুরো শরীয়ত বাস্তবায়ন করবেন তখন আবারো আকাশ থেকে বরকত নেমে আসবে। তখন এক আনারের খোসার ছায়া দশ থেকে চল্লিশ জন মানুষ গ্রহণ করতে পারবে এবং তা সকলের খাদ্যের জন্যও যথেষ্ট হবে। আঙ্গুরের একটি ছড়া একটি উটের বোঝাই হবে।

২৫. গুনাহ্ করতে করতে গুনাহ্গারের অন্তর থেকে ইসলামী চেতনায় লালিত মানব আত্মসম্মানবোধ একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, যার ঈমান যতই দৃঢ় তার এই আত্মমর্যাদাবোধ ততই মজবুত। ঠিক এরই বিপরীতে যার ঈমান যতই দুর্বল তার এই আত্মমর্যাদাবোধও ততই দুর্বল। এ কারণেই তা পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায় রাসূলদের মধ্যে। এরপর ঈমানের তারতম্য অনুযায়ী অন্যদের মধ্যেও।

সা'দ বিন্ 'উবাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ اِمْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ

অর্থাৎ আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলে তৎক্ষনাৎই তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কানে পৌঁছুতেই তিনি বললেনঃ

أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থাৎ তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছো সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহ্ তা'আলার আরো বেশি। যার দরুন তিনি হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা। (বুখারী, হাদীস ৬৮৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৪৯৯)

রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَّزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ্ ﷺ এর উম্মতরা! আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আল্লাহ্ তা'আলার চাইতে আর কারোর আত্মসম্মানবোধ বেশি হতে পারে না। যার দরুন তিনি চান না যে, তাঁর কোন বান্দাহ্ বা বান্দি ব্যভিচার করুক। (বুখারী, হাদীস ১০৪৪ মুসলিম, হাদীস ৯০১)

তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কোন 'উযর বা কৈফিয়ত গ্রহণ করা উক্ত আত্মসম্মানবোধ বিরোধী নয়। বরং তা প্রশংসনীয়ও বটে।

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার চাইতেও অধিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার চাইতেও কারোর যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত গ্রহণ করা বেশি পছন্দ করেন এমন আর কেউ নেই। এ জন্যই তিনি কিতাব নাযিল করেন এবং রাসূল প্রেরণ করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার চাইতেও অন্যের প্রশংসা বেশি পছন্দ করেন এমন আর কেউ নেই। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা নিজেই করেন। (বুখারী, হাদীস ৪৬৩৪, ৪৬৩৭, ৫২২০, ৭৪০৩ মুসলিম, হাদীস ২৭৬০)

জাবির বিন্ 'আতীক্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمَّا الَّتِيْ يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ الرِّيْبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِيْ يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِيْ غَيْرِ رِيْبَةٍ

অর্থাৎ কিছু আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন আর কিছু অপছন্দ। পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ এই যে, যা হবে যুক্তিসঙ্গত তথা ব্যভিচার সম্বন্ধে সংশয়াকুল। আর অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ এই যে, যা হবে অযৌক্তিক তথা সংশয়হীন। (আবু দাউদ, হাদীস ২৬৫৯ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ২৯৫ দা'রামী, হাদীস ২২২৬ নাসায়ী, হাদীস ২৫৫৮ আহ্মাদ্ ৫/৪৪৫, ৪৪৬)

কারোর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ দুর্বল হয়ে গেলে সে আর গুনাহ্কে গুনাহ্ বলে মনে করে না। না নিজের ব্যাপারে না অন্যের ব্যাপারে। কেউ কেউ তো গুনাহ্ করতে করতে ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে গুনাহ্কে সুন্দর রূপে অন্যের নিকটও উপস্থাপন করে। তাকে সে গুনাহ্ করতে বলে এবং করার জন্য উৎসাহ্ জোগায়। বরং তা সংঘটনের জন্য তাকে সহযোগিতাও করে থাকে। এ কারণেই "দাইয়ূস" তথা যে নিজ পরিবারের ইয্যতহানী হলেও তা সহজেই সহ্য করে যায়, তার উপর জান্নাত হারাম।

২৬. গুনাহ্ করতে করতে গুনাহ্গারের অন্তর থেকে লজ্জাবোধ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আর লজ্জাশীলতা তো কল্যাণই কল্যাণ।

'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ

অর্থাৎ লজ্জা বলতে সবটাই ভালো। (মুসলিম, হাদীস ৩৭)

লজ্জাবোধ চলে গেলে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

আবু মাস্'ঊদ্ বাদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

অর্থাৎ নবীদের যে কথাটি মানুষ আজো স্মরণ রেখেছে তা হচ্ছে, যখন তুমি লজ্জাই পাচ্ছো না তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। (বুখারী, হাদীস ৩৪৮৩, ৩৪৮৪)

লজ্জা হারিয়ে কখনো মানুষ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে একাকী

কোন খারাপ কাজ করার পরও জনসম্মুখে তা জানিয়ে দেয় এবং তা করতে পেরেছে বলে সে নিজ মনে খুব আনন্দ বোধ করে। এমন পর্যায়ে কোন ব্যক্তি উপনীত হলে তখন সে ব্যক্তির সঠিক পথে ফিরে আসার আর তেমন কোন সম্ভাবনা থাকে না।

২৭. গুনাহ্ করতে করতে অন্তর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মাহাত্ম্য একেবারেই উঠে যায়। কারণ, গুনাহ্গারের অন্তরে যদি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মহিমা অটুট থাকতো তা হলে সে উক্ত গুনাহ্ সম্পাদন করতেই পারতো না এবং এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকেও তার সম্মান উঠিয়ে নেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অসম্মান করবেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউই নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা আর কেউই নেই। (হাজ্জ : ১৮)

২৮. গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্কে পরিত্যাগ করেন। তাকে আর কোন ব্যাপারে সহযোগিতা করেন না। বরং তাকে প্রবৃত্তি ও শয়তানের হাতে ছেড়ে দেন। তখন তার ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ [الحشر: ١٨ - ١٩].

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেরই এ কথা ভেবে দেখা দরকার যে, সে কিয়ামত দিবসের জন্য কি পুঁজি তৈরি করেছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকেই ভয় করো। তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই অবগত এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা (শুধু তাদেরকেই ভুলে যান নি) বরং তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই তো সত্যিকার পাপাচারী। (হাশ্‌র : ১৮-১৯)

এর চাইতেও বেশি ক্ষতি কারোর জন্য আর কি হতে পারে যে, সে নিজের পরিণতির কথা ভাবে না। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে না। নিজের পূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা তথা তা অর্জনের কোন প্রচেষ্টাই তার নেই।

২৯. গুনাহ্ গুনাহ্গারকে ইহ্সানের পর্যায় থেকে বঞ্চিত করে। ইহ্সানের পর্যায় হলো সর্বোচ্চ পর্যায়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত এমনভাবে করা যে, যেন আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছেন। আর তা না হলে এমন যেন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। ফলে সে মুহসিনীনদের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। কখনো কখনো এমনো হয় যে, সে ঈমানের পর্যায় থেকেও বঞ্চিত হয়। ফলে ঈমানের সকল কল্যাণও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। ঈমানের প্রায় একশতটি কল্যাণ রয়েছে। তম্মধ্যে মু'মিনদের জন্য মহা পুণ্য, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধার, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আর্শবাহী ফিরিশ্তাদের মাগফিরাত কামনা, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বন্ধুত্ব, তাদেরকে ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে শরীয়তের উপর দৃঢ়পদ করণ, তাদের জন্য স্পেশাল সম্মান, তাদের জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সহযোগিতা, দুনিয়া ও আখিরাতের সুউচ্চ সম্মান, গুনাহ্ মাফ ও সম্মান জনক উপজীবিকা, পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহ্মত ও দীর্ঘ অন্ধকার পথ পাড়ি দেয়ার জন্য নূরের সুব্যবস্থা, ফিরিশ্তা, নবী ও নেক্কারদের ভালোবাসা, আখিরাতের নিরাপত্তা এবং তারাই পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র নি'য়ামতপ্রাপ্ত ও তাদের জন্যই কুর'আনের হিদায়াত ও সুচিকিৎসা ইত্যাদি অন্যতম। কখনো কখনো এমন হয় যে, বার বার গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরের উপর কুফরির মোহর মেরে দেন এবং সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকেই সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। তারপরও আল্লাহ্ চায় তো তাওবা'র দরোজা সর্বদা তার জন্য খোলা রয়েছে।

৩০. গুনাহ্ বান্দাহ্'র আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতমুখী পুণ্যময় পদযাত্রাকে শ্লথ করে দেয় এবং সে পথে বাধা তথা অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, এ পদযাত্রা একান্ত আন্তরিক শক্তির উপরই নির্ভরশীল। আর একমাত্র গুনাহ্'র কারণেই উক্ত আন্তরিক শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পায়।

এমনকি তা কখনো কখনো সমূলেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, গুনাহ্'র একান্ত বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অন্তরকে নির্জীব, রোগাক্রান্ত অথবা দুর্বল করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি আটটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যেগুলো থেকে রাসূল ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একান্তভাবে আশ্রয় কামনা করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে চিন্তা, আশঙ্কা, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের চাপ ও মানুষের অপমান।

৩১. গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলার নি'য়ামতের পরিবর্তে আযাব নেমে আসে। কারণ, একমাত্র গুনাহ্'র কারণেই দুনিয়া থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নি'য়ামত উঠে যায় এবং সমূহ বিপদ নেমে আসে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইরশাদ করেনঃ

مَا نَزَلَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَلاَ رُفِعَ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ

অর্থাৎ গুনাহ্'র কারণেই সমূহ বিপদ নেমে আসে এবং তাওবা'র কারণেই তা উঠিয়ে নেয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]

অর্থাৎ তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো আল্লাহ্ তা'আলা এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। (শুরা' : ৩০)

৩২. গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্গারের অন্তরে ভীষণ ভয়-ভীতি ঢেলে দেন। সুতরাং গুনাহ্গার সর্বদা ভয়ার্ত থাকে। সামান্য বাতাস তার ঘরের দরোজা একটু করে নাড়া দিলেই অথবা সে কারোর পদধ্বনি শুনতে পেলেই বিপদের আশঙ্কা করে।

৩৩. গুনাহ্ গুনাহ্গারের অন্তরে এক ধরনের একাকিত্ব, ভয় ও ভয়ঙ্কর বিক্ষিপ্তভাব সৃষ্টি করে। তখন তার মাঝে ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে এবং তার মাঝে ও অন্য মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে এক ধরনের দূরত্ব জন্ম নেয়। তখন সে কারোর সান্নিধ্যে আগ্রহী হয় না। বরং তাদের সান্নিধ্যে সে সমূহ অকল্যাণের আশঙ্কা করে। গুনাহ্ যতই বাড়বে এ দূরত্বও ততই বৃদ্ধি পাবে।

৩৪. গুনাহ্ গুনাহ্গারের অন্তরের সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা এবং স্থিরতার পরিবর্তে স্খলন বাড়িয়ে দেয়। বাহ্যিক রোগ যেমন শরীরকে অসুস্থ

করে তেমনিভাবে গুনাহ্ও অন্তরকে অসুস্থ করে। আর এ রোগের চিকিৎসা একমাত্র গুনাহ্ পরিত্যাগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠিক এরই বিপরীতে যে নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পেরেছে সে যেমন পরকালে আল্লাহ্ চায় তো জান্নাতে থাকবে তেমনিভাবে এ দুনিয়াতেও সে জান্নাতে। কবরের জীবনেও সে জান্নাতে। কোন শান্তিকেই এ শান্তির সাথে তুলনা করা যায় না। বরং অন্য শান্তির তুলনা এ শান্তির সাথে এমন যেমন দুনিয়ার শান্তির সাথে আখিরাতের শান্তির তুলনা। আর সবারই এ কথা জানা যে, এতদুভয়ের মাঝে কোন তুলনাই হয় না। এ ব্যাপার শুধু ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই অনুভব করতে পারবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসে সে এ দুনিয়াতে তিন প্রকারের শাস্তি ভোগ করে। সে জিনিস পাওয়ার আগে তা পাচ্ছে না বলে মানসিক শাস্তি, তা পাওয়ার পর হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাগত শাস্তি এবং তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিরহের শাস্তি। কবরের জীবনেও তার জন্য অনেকগুলো শাস্তি রয়েছে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি, তা আর কখনো ফিরে আসবে না বলে আফসোসের শাস্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহ্মত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি। সুতরাং চিন্তা, আশঙ্কা ও আফসোস তার অন্তরকে সেখানে এমনভাবে ক্লান্ত করে তুলবে যেমনিভাবে কিড়া-মাকড় তার শরীরকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলবে। আর জাহান্নামে তো তার জন্য হরেক রকমের শাস্তি রয়েছেই। যার কোন ইয়ত্তা নেই।

৩৫. গুনাহ্'র কারণে অন্তর্দৃষ্টি ও উহার বিশেষ আলোকরশ্মি নষ্ট হয়ে যায়। তখন জ্ঞানের পথগুলো তার জন্য একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, গুনাহ্'র অন্ধকার সে আলোকে ঢেকে ফেলে। কখনো এ অন্ধকার গুনাহ্গারের চেহারায়ও ফুটে উঠে। এমনকি পরিশেষে এ অন্ধকার তার কবরে গিয়েও তাকে আচ্ছন্ন করে।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ هَـذِهِ الْقُبُـوْرَ مَمْلُـوْءَةٌ ظُلْمَـةً عَـلَى أَهْلِهَـا، وَإِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ يُنَوِّرُهَـا لَهُـمْ بِصَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ এ কবরগুলো অধিবাসীদেরকে নিয়ে অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আর

আল্লাহ্ তা'আলা আমার দো'আয় তাদের জন্য তা আলোকিত করে দেন। (মুসলিম, হাদীস ৯৫৬)

কিয়ামতের দিন এ অন্ধকার গুনাহ্গারের চেহারায় আরো সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে। যা তখন সবাই দেখতে পাবে। দেখতে কয়লার মতো দেখাবে।

৩৬. গুনাহ্ গুনাহ্গারের অন্তরকে হীন, লাঞ্ছিত ও কলুষিত করে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

অর্থাৎ সে ব্যক্তিই একমাত্র সফলকাম যে নিজ অন্তরাত্মাকে (আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে) পবিত্র করেছে এবং একমাত্র সে ব্যক্তিই ব্যর্থ যে নিজ অন্তরাত্মাকে (আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতার মাধ্যমে) কলুষিত করেছে। (শাম্স : ৯-১০)

৩৭. গুনাহ্গার সর্বদা শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাত অভিমুখী পদযাত্রা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ্ভীরুতাই উক্ত কয়েদখানা থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ। মূল কথা হচ্ছে, বান্দাহ্'র অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা থেকে যতই দূরে সরবে ততই নানা বিপদাপদ তার দিকে ঘনিয়ে আসবে। আর যতই নিকটবর্তী হবে ততই বিপদাপদ দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা থেকে অন্তরের দূরত্ব চার ধরনের। গাফিলতির দূরত্ব, সাধারণ গুনাহ্'র দূরত্ব, বিদ্'আতের দূরত্ব এবং মুনাফিকি, শির্ক ও কুফরির দূরত্ব।

৩৮. গুনাহ্গার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সকল বান্দাহ্'র নিকট লাঞ্ছিত। তাকে কেউই সম্মান দিতে চায় না। এমনকি তার মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্মরণও করে না। ঠিক এরই বিপরীতে নবী ও নবীদের সত্যিকার অনুসারীদের সম্মান ও পরিচিতি অনস্বীকার্য।

৩৯. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গার ব্যক্তি ভালো বিশেষণের পরিবর্তে অনেকগুলো খারাপ বিশেষণে বিশেষিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকারীদের বিশেষণ সমূহঃ

ঈমানদার, নেককার, নিষ্ঠাবান, আল্লাহ্ভীরু, আনুগত্যশীল, আল্লাহ্ অভিমুখী, বুযুর্গ, পরহেযগার, সৎকর্মশীল, 'ইবাদাতগুযার, রোনাযার, মুত্তাক্বী, খাঁটি ও সর্বগ্রাহ্য ব্যক্তি ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যদের বিশেষণ সমূহঃ

কাফির, মুশ্‌রিক, মুনাফিক, বদ্‌কার, গুনাহ্‌গার, অবাধ্য, খারাপ, ফাসাদী, খবীস, আল্লাহ্'র রোষানলে পতিত, হঠকারী, ব্যভিচারী, চোর, চোট্টা, চোগলখোর, পরদোষ চর্চাকারী, হত্যাকারী, লোভী, ইতর, মিথ্যুক, খিয়ানতকারী, সমকামী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, গাদ্দার ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ﴾[الحجرات: ١١]

অর্থাৎ ঈমানের পর ফাসিকি তথা অবাধ্যতা খুবই নিকৃষ্ট নাম। (হুজুরাত : ১১)

৪০. গুনাহ্ গুনাহ্‌গারের বুদ্ধিমত্তায় একান্ত প্রভাব ফেলে। আপনি স্বচক্ষেই দু' জন বুদ্ধিমানের মধ্যে বুদ্ধির তফাৎ দেখবেন। যাদের এক জন আল্লাহ্'র আনুগত্যশীল, আর আরেক জন অবাধ্য। দেখবেন, আল্লাহ্'র আনুগত্যকারীর বুদ্ধি অপর জনের চাইতেও বেশি। তার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত একান্তই সঠিক।

এমন ব্যক্তিকে কিভাবে বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে যে অনন্তকালের সুখ শান্তিকে কুরবানি দিয়ে দুনিয়ার সামান্য সুখকে গ্রহণ করলো। মু'মিন তো এমনই হওয়া উচিত যে, সে দুনিয়ার সামান্য সুখভোগকে কুরবানি দিয়ে আখিরাতের চিরসুখের আশা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤]

অর্থাৎ তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাকো তা হলে তারাও তো তোমাদের ন্যায় কষ্ট পেয়েছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের যে (পরকালের) আশা ও ভরসা রয়েছে তা তাদের নেই। (নিসা' : ১০৪)

৪১. গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ্'র মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ক একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন কারোর সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সকল অকল্যাণ ও অনিষ্ট তাকে ঘিরে ফেলে এবং সকল কল্যাণ ও লাভ তার নিকট থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ বান্দাহ্'র অবস্থান আল্লাহ্ তা'আলা ও শয়তানের

মাঝে। অতএব যখন বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা থেকে বিমুখ হয় তখন শয়তান তার বন্ধু রূপে তার কাছে ধরা দেয়। আর যে সর্বদা আল্লাহ্মুখী থাকে শয়তান তাকে কখনো কাবু করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ ﴾

[الكهف: ٥٠]

অর্থাৎ স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সিজ্দাহ্ করো। তখন সবাই সিজ্দাহ্ করলো শুধু ইবলীস ছাড়া। সে জিনদের অন্যতম। সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। তবুও কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের জন্য এ হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট বিকল্প। (কাহ্ফ : ৫০)

৪২. গুনাহ্ বয়স, রিযিক, জ্ঞান, আমল ও আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়। তথা দীন-দুনিয়ার সকল বরকতে ঘাটতি আসে। কারণ, সকল বরকত তো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

[الأعراف: ٩٦]

অর্থাৎ জনপদবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তা হলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও জমিনের বরকতের দ্বার খুলে দিতাম। (আ'রাফ : ৯৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ ﴾ [الجن: ١٦]

অর্থাৎ তারা যদি সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। (জিন : ১৬)

জাবির বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ ও আবু উমা'মাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ، فَإِنَّهُ لَنْ يُّنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِيْ الرِّضَى وَالْيَقِيْنِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِيْ الشَّكِّ وَالسُّخْطِ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই জিব্রীল ﷺ আমার অন্তরে এ মর্মে ভাবোদয় করলেন যে, কোন প্রাণী মৃত্যু বরণ করবে না যতক্ষণ না সে নিজ রিযিক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং শরীয়ত সম্মত উপায়ে ভালোভাবে উপার্জন করো। কারণ, এ কথা সবারই জানতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর আনুগত্য অবশ্যই করতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁর উপর সন্তুষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যেই মানুষের জন্য রেখেছেন সুখ ও শান্তি এবং তাঁর উপর অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের মধ্যেই রেখেছেন ভয় ও আশঙ্কা। (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৪৪ বায়হাক্বী ৫/২৬৫ আবু নু'আঈম/'হিল্ইয়াহ্ ১০/২৭)

৪৩. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গার উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানে নেমে আসে। এমনকি পরিশেষে সে জাহান্নামীদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে তাওবা করার পর সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতেও পারে। আবার নাও আসতে পারে। আবার কখনো সে আরো উঁচু পর্যায়েও যেতে পারে। আর তা নির্ণীত হবে একমাত্র তার তাওবার ধরনের উপরই।

৪৪. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের ক্ষতি করতে এমন ব্যক্তিও সাহসী হবে যে ইতিপূর্বে তা করতে সাহস পায়নি। তখন শয়তান তাকে ভয়ার্ত ও চিন্তিত করতে সাহস পাবে। তাকে পথভ্রষ্ট করতে ও ওয়াস্ওয়াসা দিতে সে উৎসাহী হবে। এমনকি মানবরূপী শয়তানও তাকে কষ্ট দিতে সক্ষম হবে। তার পরিবার, সন্তান, কাজের লোক, প্রতিবেশী এমনকি তার পালিত পশুও তার কথার মূল্যায়ন বা তার আনুগত্য করবে না। প্রশাসকরাও তার উপর যুলুম করবে। এমনকি তার অন্তরও তার আনুগত্য করবে না। ভালো কাজে তার সহযোগী হবে না। বরং খারাপের দিকেই তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করলেই তার পরিণাম আমার স্ত্রী ও বাহনের মধ্যে অনুভব করতে পারি।

৪৫. গুনাহ্ করতে করতে গুনাহ্গারের অন্তরে গুনাহ্'র জংয়ের এক আস্তর পড়ে যায়। তখন বিপদের সময়ও তার অন্তর তা কাটিয়ে উঠতে তার

সহযোগিতা করে না। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করতে চায় না। যিকিরে ব্যস্ত হয় না এবং একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করতে রাজি হয় না। বরং কখনো কখনো এমন হয় যে, তার ইন্তিকালের সময় তার যবানও তাকে ঈমান নিয়ে মরতে সহযোগিতা করে না।

জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় বলা হলোঃ "লা' ইলা'হা ইল্লাল্লাহু" পড়ো। তখন সে গান গাইতে শুরু করলো এবং এমতাবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করলো। আরেক জন উত্তর দিলোঃ কালিমা এখন আর আমার কোন ফায়েদায় আসবে না। কারণ, দুনিয়াতে এমন কোন গুনাহ্ নেই যা আমি করতে ছাড়িনি এবং এমতাবস্থায়ই সে মারা গেলো। আরেক জন বললোঃ আমি এ কালিমায় বিশ্বাস করি না। অথচ ইতিপূর্বে সবাই তাকে মুসলমান হিসেবেই চিনতো। আরেক জন বললোঃ আমি তো কালিমা উচ্চারণ করতেই পারছিনে। আরেক জন বললোঃ আল্লাহ্'র জন্য আমাকে একটি টাকা দাও। আল্লাহ্'র জন্য আমাকে একটি টাকা দাও। আরেক জন বললোঃ এ কাপড়টি এতো। আর ও কাপড়টি অতো। আরো কত্তো কী?

৪৬. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তর একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়। পুরো অন্ধ না হলেও তার অন্তর্দৃষ্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সে আর হিদায়াতের দিশা পায় না। আর পেলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে না।

মানব পরিপূর্ণতা তো দু'টি জিনিসেই সীমাবদ্ধ। আর তা হচ্ছে, সত্য জানা ও মিথ্যার উপর সত্যকে প্রাধান্য দেয়া। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মানুষের সম্মানের তারতম্য এ দু'য়ের কারণেই হয়ে থাকে এবং এ দু'য়ের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের প্রশংসা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٥﴾ ﴾[ص: ٤٥]

অর্থাৎ স্মরণ করো আমার বান্দাহ্ ইব্রাহীম, ইস্হাক, ইয়া'কূব এর কথা; তারা ছিলো শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। (স্বাদ্ : ৪৫)

এ ব্যাপারে মানুষ চার ভাগে বিভক্তঃ

১. যাদের ধর্মীয় জ্ঞানে পাণ্ডিত্য রয়েছে এবং এরই পাশাপাশি সত্য বাস্ত বায়নের ক্ষমতাও রয়েছে। এরাই হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ। এরা সংখ্যায় খুবই কম এবং এরাই দ্বীন-দুনিয়ার সার্বিক নেতৃত্বের একমাত্র উপযুক্ত।

২. যাদের ধর্মীয় জ্ঞান নেই এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও নেই। এরা সংখ্যায় খুবই বেশি।

৩. যাদের ধর্মীয় জ্ঞান রয়েছে ঠিকই তবে তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা খুবই ক্ষীণ। না সে নিজে তা বাস্তবায়ন করছে, না সে অন্যকে এর প্রতি দা'ওয়াত দিচ্ছে।

৪. যাদের যে কোন বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষমতা তো রয়েছে ঠিকই তবে তার ধর্মীয় কোন জ্ঞান নেই।

৪৭. গুনাহ্'র মাধ্যমে শয়তান ও তার সহযোগীদেরকে তাদের কাজে সহযোগিতা করা হয়। এ কথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মাধ্যমে মানব জাতিকে বিশেষ এক পরীক্ষায় ফেলেছেন। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। মানুষের শত্রুতা করতে সে কখনো পিছপা হয় না। বরং সে তার সকল শক্তি বিনিয়োগ করছে এই একই পথে। তার সাথে সহযোগী হিসেবে রয়েছে বিশেষ এক সেনাদল মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বিশেষ এক সেনাদল দিয়েছেন এবং এ যুদ্ধের পরিণতিতে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে যেমনিভাবে ওদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা স্বেচ্ছায় মু'মিনদের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿١٠﴾ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ [الصف: ١٠ - ١٣]

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বাণিজ্যের সংবাদ দেবো না? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এর উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। এটাই তো তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা তা জানতে! (আর এরই মাধ্যমে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং

তোমাদেরকে এমন একটি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অনেকগুলো নদী। তিনি আরো প্রবেশ করাবেন তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম আবাসগৃহে এবং এটিই তো মহা সাফল্য। তিনি তোমাদেরকে আরেকটি পছন্দসই বস্তু দান করবেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য এবং অত্যাসন্ন বিজয়। অতএব (হে রাসূল!) তুমি মু'মিনদেরকে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দাও। (স্বাফ্ফ : ১০-১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ﴾ [التوبة: ١١١]

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে এ শর্তে ক্রয় করেছেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে ও নিজে প্রয়োজনে নিহত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকার ওয়াদা রয়েছে যা তিনি ব্যক্ত করেন তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুর'আনে। আর কে আছে আল্লাহ্ তা'আলার চাইতেও বেশি ওয়াদা রক্ষাকারী? অতএব তোমরা আনন্দিত হতে পারো এ ব্যবসা নিয়ে যা তোমরা (আমার সাথে) সম্পাদন করেছো। আর এটিই তো মহা সাফল্য। (তাওবাহ্ : ১১১)

আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত যুদ্ধের ঝাণ্ডা অর্পণ করেছেন মানুষের অন্তরের হাতে এবং তার বিশেষ সহযোগী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন নিজ ফিরিশ্‌তাদেরকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]

অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একের পর এক প্রহরী। তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। (রা'দ্ : ১১)

কোর'আন মাজীদ এ যুদ্ধে আরো এক বিশেষ সহযোগী। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ রেখে যুদ্ধকে আরো অগ্রসর

করেন। জ্ঞান তার পরামর্শদাতা। ঈমান তাকে দৃঢ়পদ করে এবং ধৈর্য শিখায়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তার ইয়াক্বীন ও দৃঢ় বিশ্বাস সত্য উদঘাটনে তাকে আরো সহযোগিতা করে। যার দরুন সে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে চায়।

চোখ তাকে পর্যবেক্ষণের সহযোগিতা দেয়। কান সংবাদ সংগ্রহের। মুখ অভিব্যক্তির এবং হাত ও পা কর্ম বাস্তবায়নের। সাধারণ ফিরিশ্তারা বিশেষ করে আর্শবাহীরা তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দো'আ করছে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সে ব্যক্তি তাঁর অনুগতদের দলভুক্ত বলে তার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾ [الصافات: ١٧٣]

অর্থাৎ আমার বাহিনীই হবে নিশ্চিতভাবে বিজয়ী। (স্বাফ্ফাত : ১৭৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴾ [مجادلة: ٢٢]

অর্থাৎ এরাই আল্লাহ্'র দলের। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার দলই সর্বদা সফলকাম হবে। (মুজাদালাহ্ : ২২)

মূলতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হলেই উক্ত যুদ্ধে সফলকাম হওয়া সম্ভব। যা আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো, ধৈর্যের সাথে শত্রুর মুকাবিলা করো, শত্রু আসার পথগুলো সতর্কভাবে পাহারা দাও এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো তবেই তোমরা সফলকাম হবে। (আ'লি 'ইম্রা'ন : ২০০)

উক্ত চারটি বিষয়ের কোন একটি বাদ পড়ে গেলে অথবা কারোর নিকট তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়লে তার পক্ষে উক্ত যুদ্ধে সফলতা অর্জন করা কখনোই সম্ভবপর হবে না।

অতএব শত্রু ঢোকার বিশেষ পথগুলো তথা অন্তর, চোখ, কান, জিহ্বা, পেট, হাত ও পা খুব যত্নসহ পাহারা দিতে হবে। যাতে এগুলোর মাধ্যমে শয়তান অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

শয়তান মানুষকে কাবু করার জন্য তার মনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কার মন কি কি জিনিস ভালোবাসে সেগুলোর প্রতি সে গুরুত্ব দেয় এবং তাকে সেগুলোর ওয়াদা এবং আশাও দেয়। এমনকি সেগুলোর চিত্রও তার মানসপটে অঙ্কন করে। যা শয়নে স্বপনে সে দেখতে থাকে। যখন তা তার অন্তরে পুরোভাবে বসে যায় তখন সে সেগুলোর প্রতি তার উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। আর যখন অন্তর সেগুলো পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় তখনই শয়তান অন্যান্য পথ তথা চোখ, কান, জিহ্বা, মুখ, হাত ও পায়ের উপরও জয়ী হয়। আর তখনই তারা তা আর ছাড়তে চায় না। তারা এ পথে অন্যকে আসতে প্রতিরোধ করে। সম্পূর্ণরূপে তাকে প্রতিরোধ না করতে পারলেও একেবারে অন্ততপক্ষে তাকে দুর্বলই করে ছাড়ে। আর তখনই অন্যদের প্রভাব তার উপর আর তেমন কার্যকরী হয় না।

যখন শয়তান কারোর উক্ত পথগুলো কাবু করতে পারে বিশেষ করে চক্ষুকে তখন সে ব্যক্তি কিছু দেখলেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং তা মন ভুলানোর জন্যই দেখে। আবার কখনো সে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শয়তান তা দীর্ঘক্ষণ টিকতে দেয় না।

উক্ত পথগুলোর মধ্যে শয়তান চোখকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ, এটাই কাউকে পথভ্রষ্ট করার একমাত্র সর্ব বৃহৎ মাধ্যম। শয়তান কোন অবৈধ বস্তুকে দেখার জন্য এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো উক্ত বস্তুটি দেখার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা দেখতে তোমার অসুবিধে কোথায়? কখনো কখনো সে কোন কোন বুযুর্গ প্রকৃতির ব্যক্তিকে তো এভাবেও ধোকা দেয় যে, এ বস্তু আর আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সবই তো আল্লাহ্। আর যদি সে ব্যক্তি এ কথায় সন্তুষ্ট না থাকে তা হলে শয়তান তাকে এতটুকু পরামর্শ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুটির মধ্যে ঢুকে আছেন অথবা বস্তুটি আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে ঢুকে আছে। এ কথাগুলো যখন শয়তান কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে পারে তখন সে তাকে দুনিয়া থেকে বিরাগ ও বেশি বেশি ইবাদাত করতে বলে এবং তারই মাধ্যমে সে অন্যকে গোমরাহ্ করতে শুরু করে।

শয়তান যখন কারোর কানকে কাবু করে ফেলে তখন সে সে পথে এমন কিছু প্রবেশ করতে দেয় না যা তার নেতৃত্বকে খর্ব করবে। বরং সে যাদুকরী ও সুমিষ্ট শব্দে উপস্থাপিত অসত্যকেই তার কানে ঢুকতে দেয় এবং কারোর নিকট এ জাতীয় কথা স্থান পেলে তাকে তা শুনার প্রতি আরো আগ্রহী করে তোলে। তখন এ জাতীয় কথা শুনার প্রতি তার মধ্যে এক ধরনের নেশা জন্ম নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল এবং যে কোন উপদেশদাতার কথা এ পথে আর ঢুকতে দেয়া হয় না। এমনকি কোনভাবে কোর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কথা তার কানে প্রবেশ করলেও তা বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তা করা এবং তা কর্তৃক উপদেশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কঠিন বাধা সৃষ্টি করা হয় এর বিপরীতমুখী চিন্তা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অথবা তা করা কঠিন এবং তা করতে গেলে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা বলেও তাকে বুঝানো হয়। এ কথাও তাকে বুঝানো হয় যে, এ ব্যাপারটি খুবই সাধারণ। এর চাইতে আরো কতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া আরো দরকার অথবা এ কথা শুনার লোক কোথায়? এ কথা বললে তোমার শত্রু বেড়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বরং যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে হেয় করা এবং তাদের যে কোন দোষ খুঁজে বের করা, তারা বেশি বাড়াবাড়ি করছে বলে আখ্যা দেয়া এবং তারাই একমাত্র এলাকার মধ্যে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে বলেও বুঝানো হয় তথা তাদের কথার অপব্যাখ্যা দেয়া হয়। পরিশেষে কখনো কখনো উক্ত ব্যক্তিই শয়তানের পুরো কাজ হাতে নিয়ে সমাজের অপনেতৃত্ব দিতে থাকে। তখনই শয়তান তার উপর নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে উক্ত এলাকা থেকে বিদায় নেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ ﴾ [الأنعام: ١١٢]

অর্থাৎ আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানব বহু শয়তানকে সৃষ্টি করেছি। তারা একে অপরকে কতকগুলো মনোমুগ্ধকর ও ধোঁকাপূর্ণ কথা শিক্ষা দেয়। তোমার প্রভুর ইচ্ছে হলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের বানানো কথাগুলোকে

বর্জন করে চলবে। (আন্'আম : ১১২)

শয়তান কারোর জিহ্বাকে কাবু করতে পারলে সে এমন কথাই তাকে বলা শেখাবে যা তার শুধু ক্ষতিই সাধন করবে। বরং তাকে যিকির, তিলাওয়াত, ইস্তিগ্ফার এবং অন্যকে সদুপদেশ দেয়া থেকেও সর্বদা বিরত রাখবে।

শয়তান এ ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে অসত্য বলা অথবা সত্য বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ, দু'টিই তার জন্য বিশেষ লাভজনক।

শয়তান কখনো এ কৌশল গ্রহণ করে যে, সে কোন ব্যক্তির মুখ দিয়ে একটি অসত্য কথা বলে দেয় এবং শ্রোতার নিকট তা মনোমুগ্ধকর করে তোলে। তখন ধীরে ধীরে তা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এরপরই শয়তান মানুষের হাত ও পা কাবু করার চেষ্টা চালায়। যাতে সে ক্ষতিকর বস্তুই ধরতে যায় এবং ক্ষতিকর বস্তুর দিকেই অগ্রসর হয়।

মানুষের অন্তরকে কাবু করার জন্য বিশেষ করে শয়তান তার কুপ্রবৃত্তির সহযোগিতা নিয়ে থাকে। যাতে তার মধ্যে কখনো ভালোর স্পৃহা জন্ম না নিতে পারে এবং এ ব্যাপারে দু'টি মাধ্যমই ভালো ফল দেয়। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের ব্যাপারে গাফিলতি এবং প্রবৃত্তির পূজা।

শয়তান মানুষের খারাপ চাহিদা পূরণার্থে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে এবং নিজে না পারলে এ ব্যাপারে অন্য মানব শয়তানেরও সহযোগিতা নেয়। তাতেও তাকে কাবু করা সম্ভব না হলে সে তার রাগ ও উত্তেজনাকর সময়ের অপেক্ষায় থাকে। কারণ, তখন মানুষ নিজের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আর তখনই শয়তান তাকে দিয়ে নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারে।

৪৮. গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গার নিজকেই ভুলে যায় যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে ভুলে যান।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

[الحشر: ١٩]

অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে

গিয়েছে। যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা (শুধু তাদেরকেই ভুলে যান নি) বরং তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই তো সত্যিকার পাপাচারী। (হাশ্র : ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। (তাওবাহ্ : ৬৭)

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ভুলে গেলে তার কল্যাণ চান না যেমনিভাবে কেউ নিজকে ভুলে গেলে তার সুখ, শান্তি ও কল্যাণ সম্পর্কে সে আর ভাবে না। তার নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো আর তার চোখে পড়ে না। যার দরুন সে তা সংশোধনও করতে চায় না। এমনকি তার রোগের কথাও সে ভুলে যায়। তাই সে রোগগুলোর চিকিৎসাও করতে চায় না। সুতরাং এর চাইতেও দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? তবুও এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা আজ অনেক বেশি। তারা দীর্ঘ আখিরাতকে ক্ষণিকের দুনিয়ার পরিবর্তে বিক্রি করে দিয়েছে। সুতরাং তারা সদা সর্বদা ক্ষতি ও লোকসানেরই ভাগী। লাভের নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾ [البقرة: ٨٦]

অর্থাৎ এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের আযাব আর কম করা হবে না এবং তাদেরকে কোন ধরনের সাহায্যও করা হবে না। (বাক্বারাহ্ : ৮৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ ﴾ [البقرة: ١٦]

অর্থাৎ সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয় নি এবং তারা এ ব্যাপারে সঠিক কোন দিক-নির্দেশনাও পায় নি। (বাক্বারাহ্ : ১৬)

প্রত্যেকেই নিজ জীবন নিয়ে ব্যবসা করে। তবে তাতে কেউ হয় সফলকাম। আর কেউ হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

আবু মা'লিক আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ জীবনকে কোন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করে। তাতে কেউ নিজ জীবনকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। আর কেউ উহাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। (মুসলিম, হাদীস ২২৩)

ঠিক এরই বিপরীতে বুদ্ধিমানরা আখিরাতকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা নিজের জান ও মালের পরিবর্তে জান্নাত খরিদ করেন। তাঁরা এ দুনিয়ার জীবনটাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন। তবে কিয়ামতের দিন সবার নিকটই এ কথার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হবে। দুনিয়ার জীবনটাকে সবার নিকট তখন খুব সামান্যই মনে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾[يونس: ٤٥]

অর্থাৎ আর তুমি ওদেরকে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একত্রিত করবেন (কিয়ামতের মাঠে) তখন তাদের এমন মনে হবে যে, তারা দুনিয়াতে একটি দিনের কিছু অংশই অবস্থান করেছে এবং তা ছিলো পরস্পর পরিচিত হওয়ার জন্যই। (ইউনুস্ : ৪৫)

তবে যারা উক্ত ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তাদের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষতি পূরণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এবং যারা নিজ জান ও মালের পরিবর্তে জান্নাত খরিদ করতে পারছেন না তাদের জন্যও আরেকটি সুব্যবস্থা তথা সুসংবাদ রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١١٢ ﴾ [التوبة: ١١٢]

অর্থাৎ তারা তাওবাকারী, ইবাদাতগুযার ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ' ও সিজদাহ্কারী, সৎ কাজের আদেশকর্তা ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধান সমূহের হিফাযতকারী। (হে নবী!) তুমি এ জাতীয় মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ

দাও। (তাওবাহ্ : ১১২)

রাসূল ﷺ উক্ত পণ্য সংগ্রহের আরেকটি সংক্ষিপ্ত পন্থা বাতলিয়েছেন। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সাহ্ল বিন্ সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু' চোয়ালের মধ্যভাগ তথা মুখ এবং দু' পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযতের দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবো। (বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪)

৪৯. গুনাহ্'র কারণে উপস্থিত নি'য়ামতগুলোও উঠে যায় এবং আসন্ন নি'য়াতগুলোর পথে সমূহ বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নি'য়ামতগুলো একমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

৫০. গুনাহ্'র কারণে ফিরিশ্তারা গুনাহ্গার থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং শয়তান তার অতি নিকটে এসে যায়।

জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ যখন কেউ ঘুম থেকে উঠে তখন শয়তান ও ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হয়। যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির, তাঁর প্রশংসা, বড়ত্ব ও একত্ববাদ উচ্চারণ করে তখন ফিরিশ্তা শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়ে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। আর যখন সে এর বিপরীত করে তখন ফিরিশ্তা অনেক দূরে সরে যায় এবং তার দায়িত্ব শয়তানই গ্রহণ করে।

আর ফিরিশ্তা কারোর জীবন সাথী হলে সে তার জীবিতাবস্থায়, মৃত্যুর সময় ও তার পুনরুত্থানের সময় তার সহযোগিতা করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝٣٠ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣١﴾

[فصلت: ٣٠ – ٣١]

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যারা বলেঃ আমাদের প্রভু আল্লাহ্। অতঃপর (তাদের

স্বীকারোক্তির উপর) তারা অবিচল থাকে তখন ফিরিশ্তারা তাদের নিকট (মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সময়) নাযিল হয়ে বলবেঃ তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না। বরং তোমাদেরকে দুনিয়াতে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাবে বলে আনন্দিত হতে পারো। আমরাই তোমাদের পরম বন্ধু ও একান্ত সহযোগী দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতের জীবনেও। জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে তখন যা কিছু তোমাদের মন চাবে তা এবং তাতে রয়েছে তা যার তোমরা ফরমায়েশ করবে। যা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিশেষ আপ্যায়ন। (ফুস্সিলাত/ হা' মীম আস্ সাজ্দাহ্ : ৩০-৩২)

ফিরিশ্তা কারোর বন্ধু হলে সে তার অন্তরে ভালোর উদ্রেক করবে এবং তার মুখ দিয়ে ভালো কথা উচ্চারণ করাবে। এমনকি তার পক্ষ হয়ে অন্যকে প্রতিরোধ করবে। সে কারোর জন্য তার অলক্ষ্যে দো'আ করলে ফিরিশ্তারা বলবেঃ তোমার জন্যও হুবহু তাই হোক। সে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করলে ফিরিশ্তারা আমিন বলবে। সে গুনাহ্ করলে ফিরিশ্তারা ইস্তিগ্ফার করবে এবং সে ওযু করে শু'লে ফিরিশ্তা তার শরীরের সাথে লেগেই সেখানে অবস্থান করবে।

৫১. গুনাহ্'র মাধ্যমে গুনাহ্গার নিজেই নিজের ধ্বংসের জন্য সমূহ পথ খুলে দেয়। তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ, শরীর সুস্থ থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন যা তার শক্তি আনয়ন করে, শরীর থেকে ময়লা নিষ্কাশনের প্রয়োজন যা বেড়ে গেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং সতর্কতা অবলম্বনেরও প্রয়োজন যাতে এমন কিছু শরীর গ্রহণ না করে যাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে অন্তরকে সুস্থ ও সজীব রাখার জন্য ঈমান ও নেক আমলের প্রয়োজন যা তার শক্তি বর্ধন করবে, তাওবার মাধ্যমে গুনাহ্'র ময়লাগুলো পরিষ্কার করা প্রয়োজন যাতে অন্তর অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং বিশেষ সতর্কতারও প্রয়োজন যাতে তাকে এমন কিছু আক্রমণ করতে না পারে যা তার ধ্বংসের কারণ হয়। আর গুনাহ্ তো উক্ত বস্তুত্রয়ের সম্পূর্ণই বিপরীত। অতএব তার ধ্বংস আসবে না কেন?

গুনাহ্'র উক্ত অপকারগুলো যদি গুনাহ্গারের জন্য গুনাহ্ ছাড়ার ব্যাপারে সহযোগী না হয় তা হলে অবশ্যই তাকে গুনাহ্'র শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দুনিয়ার শারীরিক শাস্তিগুলোর কথা ভাবতে হবে। যদিও ইসলামী আইন অনুযায়ী অনেক দেশেই বিচার হচ্ছে না তবুও গুনাহ্গারকে এ কথা

অবশ্যই ভাবতে হবে যে, আমি এ গুলো থেকে বেঁচে গেলেও সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত তো আমি থেকেই যাচ্ছি এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে তো কখনোই নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়।

শরীয়তের শাস্তিগুলো হচ্ছে চুরিতে হাত কাটা, ছিনতাই বা হাইজাক করলে হাত-পা উভয়টিই কেটে ফেলা, নেশাকর বস্তু সেবন করলে অথবা কোন সতী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে বেত্রাঘাত করা, বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা, অবিবাহিত হলে একশ'টি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর, কুফরি কোন কথা বা কাজ করলে, ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ছেড়ে দিলে, সমকাম করলে এবং কোন পশুর সাথে যৌন সঙ্গম করলে হত্যা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুনাহ্গারকে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, গুনাহ্'র শাস্তি কিছু রয়েছে নির্ধারিত যা উপরে বলা হয়েছে। আর কিছু রয়েছে অনির্ধারিত যা গুনাহ্গারকে এমনকি পুরো জাতিকেও কখনো কখনো ভুগতে হতে পারে এবং তা যে কোন পর্যায়েরই হতে পারে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সরাসরি অথবা পরোক্ষ। শাস্তির ব্যাপকতা গুনাহ্'র ব্যাপ্তির উপরই নির্ভরশীল। তবে কেউ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি থেকে কোনভাবে বেঁচে গেলেও অন্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই বাঁচতে পারবে না।

কিছু কিছু গুনাহে শারীরিক শাস্তি না থাকলেও তাতে অর্থনৈতিক দণ্ড অবশ্যই রয়েছে। যেমনঃ ইহ্রামরত ও রমযানের রোযা থাকাবস্থায় স্ত্রী সহবাস, ভুলবশতঃ হত্যা, শপথভঙ্গ ইত্যাদি।

এ ছাড়া সামাজিক পর্যায়ের কোন পাপ বন্ধ করার জন্য চাই তা যতই ছোট হোক না কেন প্রশাসক বা বিচারক অপরাধীকে যে কোন শাস্তি দিতে পারেন। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কোন শারীরিক দণ্ড বিধি থাকলে তা প্রয়োগ না করে অথবা তা প্রয়োগের পাশাপাশি বিচারকের খেয়ালখুশি মতো অপরাধীর উপর অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। যা বর্তমান গ্রাম্য বিচারাচারে বিচারক কর্তৃক প্রয়োগ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, শরীয়ত নির্ধারিত কোন দণ্ড বিধি গ্রাম্য বিচারে প্রয়োগ করা যাবে না। বরং তা একমাত্র প্রশাসক বা তাঁর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত ব্যক্তিই প্রয়োগ করার অধিকার রাখে।

গুনাহ্'র শারীরিক শাস্তি ছাড়াও যে শাস্তিগুলো রয়েছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্যতমঃ

ক. গুনাহ্গারের অন্তর ও শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দেয়া, তার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়া, তাকে নিজ স্বার্থের কথাও ভুলিয়ে দেয়া, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে পঙ্কিলতামুক্ত করতে না চাওয়া, অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া, সত্য থেকে বিমুখ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

খ. আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা থেকে বিমুখ হওয়া।

গ. গুনাহ্গারের অন্তরকে মূক, বধির ও অন্ধ করে দেয়া। তখন সে সত্য বলতে পারে না এবং তা শুনতে ও দেখতে পায় না।

ঘ. গুনাহ্গারের অন্তরকে নিম্নগামী করে দেয়া। যাতে সে সর্বদা ময়লা ও পঙ্কিলতা নিয়েই ভাবতে থাকে।

ঙ. কল্যাণকর কথা, কাজ ও চরিত্র থেকে দূরে থাকা।

চ. গুনাহ্গারের অন্তরকে পশুর অন্তরে রূপান্তরিত করা। তখন কারো কারোর অন্তর রূপ নেয় শুকর, কুকুর, গাধা ও সাপ-বিচ্ছুর। আবার কারো কারোর অন্তর রূপ নেয় আক্রমণাত্মক পশু, ময়ূর, মোরগ, কবুতর, উট, নেকড়ে বাঘ ও খরগোশের।

ছ. গুনাহ্গারের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে উল্টো করে দেয়া। তখন সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য, ভালোকে খারাপ এবং খারাপকে ভালো, সংশোধনকে ফাসাদ এবং ফাসাদকে সংশোধন, ভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং হিদায়াতকে ভ্রষ্টতা, আনুগত্যকে অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতাকে আনুগত্য আল্লাহ্'র রাস্তায় বাধা সৃষ্টিকে আহ্বান এবং আহ্বানকে বাধা সৃষ্টি মনে করে থাকে।

জ. বান্দাহ্ ও তার প্রভুর মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতে আড়াল সৃষ্টি করা।

ঝ. দুনিয়া ও কবরে তার জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়া এবং আখিরাতে শাস্তি ভোগ করা।

গুনাহ্'র পর্যায় ও ফাসাদের ব্যাপকতা এবং সংকীর্ণতার তারতম্যের দরুনই শাস্তির তারতম্য হয়ে থাকে। তাই গুনাহ্'র ধরন ও প্রকারগুলো আমাদের জানা উচিৎ যা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ গুনাহ্ দু' প্রকারঃ আদিষ্ট কাজ না করা এবং নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করা। এ গুলোর সম্পর্ক কখনো শরীরের সাথে আবার কখনো অন্ত রের সাথে হয়ে থাকে। আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের সাথে

আবার কখনো বান্দাহ্'র অধিকারের সাথে।

অন্য দৃষ্টিকোনে গুনাহ্কে আবার চার ভাগেও বিভক্ত করা যায় যা নিম্নরূপঃ

ক. প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত গুনাহ্ তথা যা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মানায় তা নিজের মধ্যে স্থান দেয়া। যেমনঃ মহিমা, গর্ব, পরাক্রম, কঠোরতা ও মানুষকে পদানত করা ইত্যাদি। এরই সাথে শির্ক সংশ্লিষ্ট।

খ. ইবলীসি বা শয়তানী গুনাহ্। যেমনঃ হিংসা, দ্রোহ, ধোঁকা, বিদ্বেষ, বৈরিতা, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, অন্যকে গুনাহ্'র পরামর্শ দেয়া বা গুনাহ্'র আদেশ করা এবং গুনাহ্কে তার সম্মুখে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা, আল্লাহ্'র আনুগত্য করতে নিষেধ করা বা কোন ইবাদাত অন্যকে নিকৃষ্টভাবে দেখানো, বিদ্'আত করা বা ইসলামে নব উদ্ভাবন এবং বিদ্'আত ও পথভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহ্বান করা ইত্যাদি।

গ. বাঘ ও সিংহ প্রকৃতির গুনাহ্। যেমনঃ অত্যাচার, রাগ, অন্যের রক্ত প্রবাহিত করা, দুর্বল ও অক্ষমের উপর চড়াও হওয়া এবং মানুষকে অযথা কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

ঘ. সাধারণ পশু প্রকৃতির গুনাহ্। যেমনঃ অত্যধিক লোভ, পেট ও লজ্জাস্থানের চাহিদা পূরণে উঠেপড়ে লাগা, ব্যভিচার, চুরি, কৃপণতা, কাপুরুষতা, অস্থিরতা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিকাংশ মানুষ এ জাতীয় গুনাহে বেশি লিপ্ত হয় এবং এটাই গুনাহ্'র প্রথম সোপান। কারণ, দুর্বল মানুষের সংখ্যাইতো দুনিয়াতে অনেক বেশি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সমূহ নেক কাজ করা ও সমূহ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আ-মিন ইয়া রাব্বাল্ আ-লামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচীপত্রঃ